[illegible]

[illegible]

[illegible]

ফটিক জল

NATYA SHODH SANSTHAN
DONATED BY ...
SL. NO. 1...

অমরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

১৩২৮—বৈশাখ।

মূল্য ।০ আনা।

কুমার শীল
শ্রীকৃষ্ণ
লাইব্রেরী।
১১১, অপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা

N.S.S.
Acc. No. 1988/14
Date 4.1.1988
Item No. B/S.14 old
Don. by

NATYA SHODH SANSTHAN
B-14
CALCUTTA

প্রিন্টার-শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার শীল
শীল প্রেস
৩৩৩, অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

প্রভাত ... ... রত্নপুর রাজার নির্ব্বাসিত পুত্র।

ভল্লজী ... ... পাহাড়ী সর্দ্দার।

লালু ... ... ঐ অনুচর।

সদানন্দ ... ... রত্নপুর রাজকর্ম্মচারী।

অনুচরগণ, পাহাড়ীবালকগণ, শিকারী দূতগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

শরৎ সুন্দরী ... ... রত্নপুর রাজমহিষী।

সন্ধ্যা ... ... ঐ কন্যা।

জুমেলী ... ... ভল্লজীর পালিতাকন্যা।

ফুল্লিয়া ... ... পাহাড়ী বালিকা।

ক্লাসিকে "ফটিক জল"

ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনয় রজনী।

প্রভাতকুমার	... ...	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
লাল্লু	... ...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
ভজহরি	... ...	শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
সদানন্দ	... ...	শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী (হাস্যার্ণব)
ঝুমেলী	... ...	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
ফুলিয়া	... ...	শ্রীমতী কিরণবালা।
শরৎসুন্দরী	... ...	শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী।
সন্ধ্যা	... ...	শ্রীমতী ভুবনময়ী।

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুম-কুমারীর সৌজন্যে উক্ত তালিকাটী সংগৃহীত হইয়াছে।

[library stamp]

ফটিক জল।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পর্ব্বতপ্রদেশ—কুটীর শ্রেণী।

(প্রভাত ও জুমেলীর প্রবেশ।)

প্রভাত। বল, ভালবাসবি কি না? পোড়ার মুখী, সর্ব্বনাশী, এত কথা কইতে জান, আর এ কথাটীর উত্তর দিতে জান না? তোকে ভালবাসতেই হবে। ফচ্‌কে ছুড়ীর মত হেসে হেসে বেড়াবে, মুখের পানে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবে, একটা কথা বল্লে, কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দেবে, আর ভালবাস কি না, বলতে কে যেন মুখ চেপে ধরে!

জুমেলী। তু, কি বলছিস রে? হামিতো ভালবাসতে জানে না। ভালবাসা—ভালবাসা কানে শুনছে বটে, তু মোকে সমজে দে। ভালবাসা পাখীর নাম

আছে, ফুলের নাম আছে, গাছের নাম আছে, পাহাড়ের নাম আছে, দরিয়ার নাম আছে? দে ভাই দে মোকে সমুঝে দে।

প্রভাত। ন্যাকা ছুঁড়ী! একটা কিলে তোর নাক ভেঙ্গে দোব। পাখীর নাম আছে, ফুলের নাম আছে, গাছের নাম আছে, যেন কিছু জানে না। আচ্ছা একলাটি বেড়াস্ কি করে বল দিকিন্! যে মেয়ে মানুষ জোয়ান বয়স পর্য্যন্ত ভালবাসার ধার ধারে না, তুই যাই বল, আমি তাকে বলি "পাষাণী"— পাষাণী বুঝিস্? ওলো ও পাহাড়ে মেয়ে, পাষাণী বুঝিস্?

ঝুমেলী। হঁ—হাঁ বোঝে—বোঝে—পাষাণী বোঝে। হামিত পাষাণী আছে, পাহাড়ী পানি খায়, পাহাড়ী ফল পাড়ে, সুরুষ কি সুরত—কলিজা ভর রাখে, পাহাড় উপর সো যায়ে, এত্তি ছোটী উমরসে হামি এহি করে, পরাণ কি হামার পাষাণী আছে, পরাণ বোঝে? দিল্ কলিজা, ইখানটাকে পরাণ বোলে, ইর উপর দরদ্ লাগলে শুনছে মানুষ মরি যায়।

প্রভাত। হাঁ হাঁ মরি যায়—মরি যায়—হাম জানে। ও জাগ্‌গাটা বড্ডি খারাপ আছে। এত্তটা বোঝ?

আর ভালবাস কি না বোঝ না? এই বয়স থেকে ছল শিখছো। যে ছল করে, তাকে সাজা দিতে হয় জানিস? আমি রাজার ছেলে, আমার কাছে মিছে কথা কইলে দণ্ড পেতে হবে। বল্ ভালবাসিস্ কি না?

জুমেলী। তু'ত বড় ঠক বাঘালি রে। রাজার লেড়কাগুলো ভালবাসা দিয়ে জান্ ছোড়তে পারে, আরে ছোঃ—ছোঃ—হাম ফুল ভালবাসে, ফল ভালবাসে, পাহাড়ের উঁচা চুড়ার উপর বৈসে গান কর্‌তে ভালবাসে, মানুষকে হামি ভালবাসে না। মরদ লোক সব জানোয়ার—জুয়াচোর—ঠগ্ বাজ্।

প্রভাত। তবে আমি চল্লুম, তুই আমার কথার উত্তর দিলিনি? আর তোর সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসবো না। তুইও আর আমাদের কুটীরে যাস্‌নি!

(প্রস্থানোদ্যত)

জুমেলী। আরে শুন্ শুন্ তু ক্ষ্যাপা মরদ হামি দেখ্‌ছে। হামি ভালবাসে কি না, তু জানে কি কর্বি? তু রাজার লেড়কা আছে, দো রোজ বাদ দেশ চলে যাবি, তখন হামি কি কর্বে? কলিজা চাপ্‌ভাবে আর আঁখির পানি ঝরাবে।

প্রভাত। তোর ভারি গুমোর, আচ্ছা তুই থাক্, তোকে জব্দ কত্তে না পারি ত আমার নাম "প্রভাত" নয়। অত গুমোর থাকবে না লো—অত গুমোর থাক্‌বে না।

গীত।

শুনরে পা পড়ে না লো শুনিস্‌নে কথা।
ছোট-খাট একটী কিলে ভাঙ্গবো তোর মাথা॥
কচ্‌কে ছুঁড়ীর রকম দেখে,
কত লোকে কত শেখে,
হেসে উঠিস্ চেয়ে থাকিস্ জানালে কেউ মনের ব্যথা।
মুখখানিতে পদ্ম ফোটা,
নাইকো পিরীত ছিটে কোঁটা।
চোখ দুটী তোর ভাবে বিভোর, প্রাণের
ভিতর পাহাড় গাঁথা।

জুমেলী। হাঁ হাঁ রাজার লেড়কা তু বড়া সেয়ানা আছে, মরদ লোককে হামি খুব চিনে, মাথায় তুলবি আজ, পায়ে দলবি কাল।

গীত।

জীবন ডারি দিব দরিয়া পরে!
যা যা চিত্ত চোর চলিয়া ঘরে॥
মুখ না হেরব, বাতি না শুনব,
বারে বারে তুয়া চাতুরি করে,
গরল ঢালি দিবি গলাটী ধরে॥

(প্রস্থান।)

প্রভাত। ওলো পাহাড়ী ছুঁড়ী। ওলো পাহাড়ী ছুঁড়ী শোন্ শোন্।

(প্রস্থান।)

(ভল্লজী ও লাল্লুর প্রবেশ।)

লাল্লু। সরদার। উ কুন্ রাজাকা লেড়কা আছে? জুমেলীকে লিয়ে সারা দিনরাত ঘুরে ফিরে বাত করে। আবার হেসে হেসে জুমেলীর হাত পাকড়ে ধরে।

ভল্লজী। কাহেকে বাপ্পা! তুহার বাত আজ এত কথা কথা কেনরে বাপ্পা? মিজাজ চট্টা চট্টি কা লিয়েরে।

লাল্লু। সরদার! তু চুপ চাপ রহিবি? উ রাজার লেড়কা জুমেলীকে ভালবাসা করে, এখান থেকে ভেগে পড়বে, তু দেখবি। হামার তো রাগে গাটা ঠাঁ ঠাঁ কাঁপছে।

ভল্লঙ্গী। তু কি বলিস রে? উ রাজার লেড়কা বড়া ভালা আছে, জুমেলীকে লিয়ে দুটী ফল যেন একটী বোঁটায়। দুটী মিলে ফল পাড়ে, ফুল লিয়ে মালা গাঁথে, দুটীতে গলায় পরে, হামার বড়া ভালা লাগে। হামি ওদের কুছু বলবো না, তু তো জানিস বাপ্পা, জুমেলীকে এত টুকু রাখে, উহার মায়ি স্বর্গে আছে, হামার বড় পরাণের লেড়কী, হামি ওকে কুছু বলবে না।

লাল্লু। (স্বগতঃ) সরদার! ই তীর দিয়ে তোর জীব কাটি লিব। জুমেলী হামার পরাণ,—কলিজা, হামার বুক থেকে উ রাজার লেড়কা ছিনে লেবে? হামি মরবে! হামি মরবে!!

ভল্লঙ্গী। কাহেরে বাপ্পা, চুপ চাপ কাহেরে?

লাল্লু। সরদার! উ দুষমন রাজার লেড়কা, আপন রাজভোগ ছাড়ে, পাহাড়ে আসে ঘর বাঁধলো কাহে সরদার!

ভল্লঙ্গী। দুষমন বলিস না, হামি ওকে বড়া ভালবাসে। তু জানিস না, ই কথা যে সব লোকে জানে, হামাদের রাজা বড়া রাণীর বদনামী শুনে, রাজ্য হ'তে বার ক'রে দিছে। বড় রাণীর নাকি মন্ত্রীর লেড়কার

সাথে ভালবাসা হয়েছিল। রাজা বড়া রাণীকে ডাকিয়ে বয়ে যে তোমাকে প্রাণে মারবে না। পাহাড়ের উপর এক ঘর বানায়ে দিবে, তোমার লেড়কা লোককে নিয়ে সেইখানে থাকবে। বড়া রাণী আপন লেড়কা লেড়কীকে নিয়ে এইখানে ঘর বেঁধে আছে।

লাল্লু। সরদার। বড়া রাণী, মন্ত্রীর লেড়কার সাথে—

ভল্লজী। বাপ্পা! হামি তোর বাৎ বুঝেছে, উ কথা মুখে আনিস না। বড় রাণী হামাদের মায়ি আছে। ছোট রাণী বড়ি সয়তানী, উ ছলা ক'রে রাজার মন ভুলিয়ে ই কাম ক'রেছে। তু দেখিস বাপ্পা, হামি ঠিক বলছি, একদিন রাজার আঁখ ফুটবে গোড়ে প'ড়ে রাজরাণীকে ঘরে নিয়ে যাবে।

লাল্লু। সরদার! হামি এখন চলে, হামার পেট জলছে, কুচখাতি—হবে! তু বুঝিস না সরদার, বড়া রাণীর বদনামী ঠিক আছে, উহার লেড়কা হামাদের দেশে আসে, তুহার লেড়কীর সাথে ভালবাসা কর্বে? তু সহিবি সরদার—হামি সইতে পারবে না। হামি ও দুষমনের বুকের ভিতর তীর চালা দেবে।

ভল্লজী। রাজার লেড়কার উপর লাল্লুর এতা রাগ

কেন? জুমেলী রাজার লেড়কার সাথে ঘুরে ফিরে,—লাল্লুর গাটা ঠা ঠা কাঁপে—কেন? হামি বুঝেছে!—লাল্লু জুমেলীকে ভালবাসছে, পাগল,—লাল্লু ভি পাগল হয়েছিল, হামি সরদার, আমার নকর হামার লেড়কীর উপর মন করে। হামি জান লিব।

(প্রস্থান।)

(পাহাড়ী বালকগণের প্রবেশ।)

গীত।

আচমকা এলো উড়ে রঙ্গিলা জঙ্গলা পাখী।
পোষমানা নয় বেগানা কদরে বুকে রাখি॥
শুধু ফুলের মধু খায়,
থাকে চ'খে চ'খে মুখে তাকায়,
পাখী মুখে ঠোঁটে মেলায়,
পাখী বনের ফুল পরে, পাখী নেচে গান করে,
পেয়ার করি তার মন ধরে,
শিষ দে বলে কত বুলি, শিষ দিয়ে তারে ডাকি॥

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

শরৎ সুন্দরী ও সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। মাগো!

সন্ধ্যার করাল ছায়া
প্রসারিয়া কায়া
ধীর পদে হয় অগ্রসর।
তিমির বসন পরি মেদিনী সুন্দরী
শান্তির কোমল কোলে করিতে বিশ্রাম
আবাহন করে জীব গণে।
নাহি জানি কেন গো জননী
পার্ব্বত্য কুটীর ত্যজি
এ হেন সময়
চলিয়াছ বনপথ করি অতিক্রম।

শরৎ। অবোধ বালিকা
কুসুম কলিকা সম ক্ষুদ্র প্রাণ লয়ে
আশৈশব যতনে পালিত।

অন্ধকার—ভীম পারাবার
পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গ
ঘন বন রাজী
বিমোহিনী নির্ঝরিণী,
পাখীর ঝঙ্কার
অন্তরে তোমার
পারে নাকি এক বিন্দু আনন্দ দানিতে।
আমি ভালবাসি
প্রকৃতির উন্মাদিনী হাসি
চঞ্চল মেঘের বুকে দামিনীর খেলা!
ধরি গলা,
সাধ হয় জানাইতে জ্বালা।
পতি বিরহিনী কলঙ্কিনী আমি
অভাগিনী জনম দুঃখিনী।

সন্ধ্যা। মাগো!
ঘুচাও সংশয়,
বল কত ক্ষয়
এ জীবনে সুখদিন আর না ফিরিবে?
শূন্য প্রাণ আর না পূরিবে?
চির পরিচিত সেই সৌধ উচ্চ চূড়া

পোড়া আঁখি আর না হেরিবে ?
হাসি হাসি সম্ভাষি মধুর,
পিতা মোর আর না ডাকিবে ?
রাজার মহিষী
বনবাসী চিরদিন রবে !
দাদার আমার
রুদ্ধ সেই আঁখি জলধার
এ জনমে আর না শুধাবে !
মাগো !
সাধ হয় স্থগিত এ প্রাণ
কালের কঠোর করে হোক্ অবসান।

শরৎ। শুন সন্ধ্যা !
অন্ধ রাজা সতিনীর ছলে।
কৌশলে কলঙ্কী নাম তুলিয়া আমার
পুরাইল পাপ ইচ্ছা তার।
নির্ব্বাসন দণ্ড মম নৃপতি আজ্ঞায়
পুত্র কন্যা সাথে
কাঁদিতে কাঁদিতে
আসিলাম পতিবাস ছাড়ি।
জেন স্থির,

সন্দেহ তিমির
নৃপতির একদিন ঘুচিবে নিশ্চয়।
অধর্ম্মের হবে পরাজয়,
নহে বৃথা সেই পূর্ণ ব্রহ্ম নাম।
বৃথা সৃষ্টি এ চারু সংসার,
চন্দ্র সূর্য্য যাবে ছায়েধার
সতী নাম রবে না ধরায় আর।
নরকের প্রেত আসি
সাম্রাজ্য স্থাপিবে,
লুকাইবে দেব দল রসাতল তলে।
শুন শুন দেব মহেশ্বর
যদি হয় কলুষিত এ পাপ অন্তর
কলঙ্ক কালিমা যদি হৃদয়ের কোণে
কণা মাত্র পেয়ে থাকে স্থান,
ভগবান্!
ত্রিশূল আঘাতে লহ এ পাপ জীবন।
সুকুমার প্রভাত কুমার
স্নেহের নন্দিনী মম সন্ধ্যা আদরিনী
হাসি মুখে ডালি দিব চরণে তোমার।
বিন্দুমাত্র অশ্রুধার

যদি দেখ নয়নে আমার
অনন্ত নরকে রহিব অনন্তকাল।
পশুপতি!
কিন্তু যদি সতী হই আমি
আজীবন পতি সেবা ধর্ম্ম হয় মোর,
কর, কর ভোর দুঃখের রজনী।
পোড়া প্রাণে নাহি আর সাধ
অবসাদ জন্মেছে জীবনে।

পদ্মা। মাগো!
কলঙ্কিনী তুমি!
তেজময়ী অগ্নি স্বরূপিণী
কার সাধ্য স্ফুলিঙ্গ স্পর্শিতে।
কাজ নাই পিতার আলয়ে
সভয়ে প্রতিক্ষা করি রাজার ভ্রূকুটী,
বিমাতার কঠিন বচন
শ্রেয়ঃ নহে প্রাণ বিসর্জ্জন?
বনবাস!
সে যে আনন্দ আবাস।
প্রাসাদের উচ্চ চূড়া
যাক্ গুড়া হয়ে।

সতীত্ব মহিমা আপনি উঠিবে ফুটে
যাবে টুটে অধর্মের ক্ষণিক হুঙ্কার।
শরৎ। নহে বহুদূরে সেই সুখময় দিন!
সতিনীর সাপিনী আচার
রাজ্যময় হইবে প্রচার।
জয় জয় সতীত্বের জয়
উচ্চ কণ্ঠে গাহিবে সমগ্র প্রজা।
রাজরাণি আমি
তুমি রাজার নন্দিনী
"প্রভাত" আমার
সে যে রাজার কুমার,
দৃষ্টি আছে যার,
দেখে যদি মুখ পানে তার
দিব্য জ্যোতি স্বর্গীয় মূরতি
বিমল আনন্দ দান করিবে তাহারে।
কলঙ্কিনী আমি
ছি-ছি-গুণমণি, পতি তুমি
অভাগিনীর আরাধ্য দেবতা।
বুঝিলে না অন্তরের ব্যাথা।
সতিনী বচনে করি বিশ্বাস স্থাপন

নির্ব্বাসন দণ্ড মোর প্রতি।
ভেঙ্গে যাবে মোহ ঘুম ঘোর।
প্রাণেশ্বর মোর,
জ্ঞান দৃষ্টি খুলিবে তোমার,
নহে দেব দৈত্যে না রবে প্রভেদ
ভেদাভেদ পুরিষ কুসুমে—
নরকে নন্দনে—আলোক আধারে
কিছু নাহি রবে আর—
সব হবে একাকার,
পাপের সহস্র জিহ্বা হইবে বিস্তার,
যুগ লয় হইবে নিশ্চয়,
নূতন সংসার হবে সৃজন ধাতার।
করুণার স্নিগ্ধ শান্তি জলে
ধৌত হবে তাপ পূর্ণ ধরা।
চল যাই কুটীরে ফিরিয়া।
তোমারে লইয়া
অন্ধকারে বনপথে করিতে ভ্রমণ
যুক্তি সিদ্ধ নহে কদাচন।
প্রভাত কোথায়
দৃপ্ত যুবা ফেরে বুঝি শীকার সন্ধানে।

নয়ে এসে তারে

অপেক্ষায় রহিব কুটীরে।

(প্রস্থান)

সন্ধ্যা। দাদা ভারি দুষ্টু? সমস্ত দিনের ভেতর একটী বারও আমার সঙ্গে দেখা করলেনা। সেই পাহাড়ী মেয়েটার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে। সেই কখন দুটী ভাত মুখে দিয়ে গেছে, সন্ধ্যে হয়ে এল এখনও দেখা নেই। দাদা কি সেই মেয়েটাকে ভালবাসে নাকি? দূর! ভারি ত হয় বাচাল ছেলে একটা পাহাড়ী মেয়েকে কখন ভালবাসতে পারে? তা বলা যায় না, ভালবাসাটার শুনেছি দেবতার অভিশাপ আছে। ভালবাসিলেই এমন একটা গোলমালে পড়িতে হয়, যে সামাল দেওয়া ভার হয়ে উঠে। আচ্ছা ভালবাসাটা কি? আমিও তোমাকে ভালবাসি, দাদাকে ভালবাসি, দাদাও আমাদের ভালবাসে। না তা নয়, তা যদি হ'তো—তা হলে আমাদের ভালবাসা ছেড়ে দাদা সমস্ত দিন সেই মেয়েটার সঙ্গে থাকবে কেন। হ্যাগা কেউ বলতে পার ভালবাসাটা কি?

মুখে দিয়ে বেরিয়ে গেছ, টো টো করে সেই পাহাড়ী মেয়েটার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছো। মা ভারি রাগ করেছেন চলনা ঘরে টেরটা পাবে তখন। হ্যাঁ দাদা তুমি জুমেলীকে ভালবাস, না?

প্রভাত। অল্প স্বল্প বাসি বৈকি? তুই তো তার মিষ্টি কথা শুনিছিস্। সত্যি বল দিকি প্রাণ মাতিয়ে দেয় নাকি? কথা কইতে কইতে যখন মুখের পানে চায়, প্রাণটা কেমন করে ওঠে নাকি?

সন্ধ্যা। ও হরি! তবে তুমি সত্যি সত্যি ভাল-বাস? বেশ! বেশ! রাজার ছেলের পাহাড়ী বৌ হবে। আমি এই বেলা থেকে তবে পাহাড়ী রকম বের উদ্যোগ করি।

প্রভাত। যা-যা দুষ্টুমি করিসনি। অমন করবিত যখন রাত্রে ঘুমিয়ে থাকবি, তখন তোর মাথার সব চুল কেটে দোব, নেড়া মেয়েকে কেউ বিয়ে কর্ব্বে না। চিরকাল আইবুড় হয়ে থাকৃতে হবে।

সন্ধ্যা। ওমা ছি-ছি কি লজ্জার কথা, আর তোমার সামনে কথা কইবো না। আমি চল্লুম। তুমি শিগ্‌গির এস, মা কত ভাবচেন।

(প্রস্থান)

প্রভাত। রাজার কুমার! মা রাজরাণী! স্নেহময়ী ভগী রাজার নন্দিনী! কোথায় রাজপ্রাসাদ, কোথায় চির বনবাসী! আমার জননী কলঙ্কিনী! দক্ষ সুতা সতী, অসতী! জানিনা সর্ব্বমঙ্গলময় দেব দেব মহাদেব, কি গভীর উদ্দেশ্য সাধন কর্ব্বার জন্য আমাদের এই ঘোরতর পরীক্ষায় ফেলে, জীবন্তে নরকযন্ত্রণা ভোগ করাচ্ছেন। সহ্য করে থাকি, দিন আসবে, এ দিন থাকবে না।

(জুমেলীর প্রবেশ)

জুমেলী। আরে রাজার লেড়কা তু এখানে? হামি তোর ঘর যাচ্ছিলেম। তুহার বোন্‌টীকে হামার দিদিকে ই হরিণ ছানাটী তু দিয়েদিস্। দিদি হামার কত সুখী হবে। ইকে কোলে লিয়ে এম্নি করে চুমা খাবে।

প্রভাত! বাঃ।—অতি সুন্দর মৃগ শিশু, তুই কোথায় পেলি?

জুমেলী। হামার বাপ হামাকে ভালবাসে, ই ছানাটী হামাকে দিছে, আমি তুহার বোন্‌টীকে ভালবাসে, হামি উকে দিছে!

প্রভাত। আমি এখন যাই, রাত হ'য়ে এসেছে, মা কত ভাবছেন। দেখ দেখ হরিণ ছানাটা, আমার কোল থেকে তোর কোলে ঝাঁপিয়ে যাবার জন্যে কি কচ্ছে দেখ। আহা তোর মুখপানে চেয়ে আছে, না,—এ ছানা আমি নোব না,—তোর জিনিস তোর কাছে থাক।

ঝুমেলী। তু হামার সঙ্গে খালি মখেড়া কর্ম্মি? হামি দিদিকে দিছে তুহার কি? (হরিণ শিশুর মুখ চুম্বন করিয়া) যা বাছা যা, হামার দিদির সনে যা। হামি রোজ দু'বেলা যাবে, মুঠী মুঠী চানা দেবে আর চুমা খেয়ে আসবে।

(প্রভাতের প্রস্থান।)

ঝুমেলী। রাজার লেড়কা হামার জান্ বিগাড় দিল রে। উ হামার সাথে থাকলে হামি বড় খুসী থাকি।

(লাছুর প্রবেশ।)

লাছু। ঝুমেলী! ঝুমেলী! হামি আসছি হামার দুটো কথা শুনবি।

জুমেলী। হামার সাথ তোর কি কথা রে লাম্নু?

লাম্নু। তু উ রাজার লেড়কার সাথে ভালবাসা করছিস? এতটুকু ওমর থেকে তুকে মোরা ভালবাসতি, আর তু উ দুষমন রাজার ছেলেটাকে ভালবাসবি? জুমেলী! হামি মরবো, হামি মরবো!

জুমেলী। হাঁ হা ভালবাসবে, তু কি কর্বি? মরবি? তো হামার কি?

লাম্নু। জুমেলী! পাথর দিয়ে তুহার পরাণ বানিয়ে রাখছিস? হামি মরলে তুহার কুছু হবে না? তু কাঁদবি না!

জুমেলী। তু যদি হামার জন্যে মরিস হামি কাঁদবে না। তু যদি সরদার বাবার জন্যে মরিস—আপন মুল্লুকের জন্যে মরিস হামি কাঁদবে। তুহার মাথা কোলে নিয়ে হামার আঁখির জল তুহার মুখের উপর ঢালবে।

লাম্নু। জুমেলী! আজ আট বছরের কথা তু কলসী নিয়ে দরিয়া থেকে পানি আনতে যাস, পা হড়কে জলে পড়ে যাস—এই লাম্নু তোর জান বাঁচায়েছিল, মনে আছে?

জুমেলী। হাঁ—মনে আছে।

লাল্লু। আজ ছ বছরের কথা তু পাহাড়ের উপর কাপড় শুখতে শুখতে গড়াগড়ি পড়ে যাস্ এই লাল্লু বুক দিয়ে তোর পরাণ বাঁচিয়েছিল; মনে আছে?

জুমেলী। হাঁ মনে আছে!

লাল্লু। যদি মনে আছে—হটাত বুঝিস্। লাল্লু তোকে না ভালবাসলে জান্ দিয়ে তোর জান্ বাঁচাতো না। যদি তোর জান্ না থাকতো রাজার লেড়কাকে কোথায় দেখ্‌তিস্! উহার সাথে ভালবাসা কি করে কর্‌তিস্?

জুমেলী। তু জান দিয়ে হামার জান্ বাঁচিয়েছিস্, যো দিন দরকার হবে হামি জান্ দিয়ে তোর জান্ বাঁচাবো।

লাল্লু। তোর গোড়ে পড়ে জুমেলী! তোর গোড়ে পড়ে মাথা খুঁড়ে লাল্লু বল্‌ছে; রাজার লেড়কাকে ভালবাসিস্ না। হামি পাগল হবে উ রাজার জান্ লেবে ঘর দুয়ার সব জ্বালিয়ে দেবে। লাল্লু তোরে বড় ভালবাসে। জুমেলী লাল্লুব, রাজার লেড়কার না আছে।

জুমেলী। তু যা হামার সাম্‌না থেকে যা। অমন কথা আর বল্‌বি হামি সরদার বাবাকে বলে তোর

মুণ্ডু কাটায়ে দোব। মুদ্দার হয়ে পড়ে থাকবি। তু আপনা ঘরে যা, হামি তোর মুখ দেখবে না।

লাল্লু। (স্বগতঃ) জান্ লেবে, জান্ লেবে—রাজার লেড়কার জান্ লেবে, নয়ত লাল্লু আপনি মরবে-কোই রাখতে পারবে না! জুমেলী পারবে না, সরদার বাবা পারবে না, সব পাহাড়ী লোক পারবে না।

(প্রস্থান)

(দ্রুতপদে ফুলিয়ার প্রবেশ)

ফুলিয়া। জুমেলী! জুমেলী! লাল্লু কি বলতি আসছিল রে? উ শয়তান! উহার বাৎ তুই শুনিস না। উ হামাকে ভালবাসা জানাচ্ছে, মাথার উপর তুলছে আবার পায়ের নীচে ফেলছে। তু ওর ভালবাসা কথা শুনে মজিস না। জানে মরবি, জানে মরবি!!

জুমেলী। ফুলিয়া! লাল্লু হামার বাপের চাকর আছে, হামার বি চাকর, চাকর পায়ের তলায় থাকবে, মাথার উপর চড়বে না। ভালবাসা—ভালবাসা

নোকরের সঙ্গে ভালবাসা, থু থু ফুলিয়া, তু লাল্লুর সাথে ভালবাসা কর লাল্লু তুহার হামার চাকর আছে।

(প্রস্থান)

ফুলিয়া। বেইমান! শয়তান! দুষমন! হামার পরাণের ভেতর কাটারি চালায়ে, তু জুমেলীর ভালবাসা লিবি? ফুলিয়া জান্ দিবে,- তুকে জুমেলীর সাথে ছাড়বে না। হামি সরদার বাবার কাছে এখনি যাবে সব কথা বল্‌বে, যে তুহার চাকর লাল্লু জুমেলীর সাথে ভালবাসা করতি চায়। সরদার বাবা খুব কড়া কড়ি বকবে, ঢিট বানায়ে ছাড়বে। জুমেলীর নাম আর মুখে আনতি হবে না। ঠাকুর জী! ঠাকুর জী! লাল্লু আবি মরে, লাল্লু আবি মরে, হামি ঠাণ্ডা হোয় হামি ঠাণ্ডা হোয়!!!

গীত।

কাটারি মারি বুকে একুন বিচার।
আবি তু লুকাতে চাস দরিয়া কি পার॥

জনম জোর সাধি আশে পরাণ বাঁধি,
ঝুরব দর দর নয়ন কি ধার।
গগন মাভি সব তুষা স্মরি শিরব
জনম লুটায়ে দিব চরনে তুহার॥

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বত প্রদেশের অপর পার্শ্ব।

পাহাড়ী বালকগণ।

গীত।

এ ধুয়া মোয় স্বম ভারি বাদলা।
ক্যাসে সামারি নারি একলা॥
হাওয়া গুড়িয়ে চ'লে বুকে দম্‌কে ঠ্যালে
কাপড়া ভিজে গেল জোর পশলা,
গুড় গুড় হিয়া কাঁপতে থাকে
বিজলী চম্‌কে ঝাঁকে ঝাঁকে
ছুর ছুর মেঘ হেঁকে ডাকে
আঁধার রাত্তি ঘুট ঘুট ঘুট

মিশ আঁধার কালো
নিভে গেল খুদে চেরাক আলো
আর বাজেনা কাঁঝর মাদল
চলে গেল আর নাহি এলো খেলার বেলা।

(প্রস্থান)

(ভল্লজী ও লাল্লুর প্রবেশ)

ভল্লজী। তুহার জান্ লিব, তুহার জিব্ কাটি দিব, তীর দিয়ে তোর চোখ্ উপাড়ি লিব। বেইমান তু হামার নোকর আছে, হামার লেড়কীর সাত ভালবাসা করৃতি চাস্।

লাল্লু। সরদার বাবা! এ সব বাৎ ঝুটা, যো শয়তান হামার নামে ই সব কথা কইচে হামি উহার নাক কাটি দিব। উ রাজার ছেলে, তুহার লেড়কীকে নিয়ে ভেগে পড়বে! হামি তা দেখতি পারবো না।

ভল্লজী। জুমেলীর বাৎ তু ফের মুখে আন্‌বি, তুহার বুকের উপর পা দিয়ে হামি ডল্‌তি থাকবে। উ রাজার লেড়কার সাথে হামি জুমেলীর সাদী দিব, তুহার কি আছে। হামার পা ছোঁ ঠিক কথা বোল

জুমেলীর সাথে তু ভালবাসা করতি চাস! উহার মুখ তুহার পরাণের ভিতর জাগতি লাগছে। জুমেলীকে লিয়ে তু পাগল আছিস। পা ছুঁতে ডর মালুম হচ্চে শয়তান! হামি তোর জান লিব।

লাল্লু। সরদার! তুহার পা ছুঁয়ে হামি মিছা বল্‌বে না। জুমেলী হামার পরাণ, জুমেলীর নামে হামি পাগল, জুমেলীকে সাম্‌নে রেখে হামি মরতি পারে।

ভজুয়া। সোঁটা দিয়ে তুহার মাথা ভাঙবে। বর্শার খোঁচায় তুহার নাড়ী ভূঁড়ি বার করবে। টুকরা টুকরা করে কুত্তা দিয়ে তুহাকে খাওয়াবে।

লাল্লু। সরদার হামি তুহার পা ছুঁয়ে বলছে, জুমেলীর সাথে হামি বাত করবে না। উহার মুখের দিকে একদম চাইবে না। জুমেলী যিখানে রইবে, উদিক্ হামি নাড়াবে না। হামার উপর রাগ করিসনি সরদার বাবা, হামি তুহার লেড়কা আছে।

ভজুয়া। বাপ্পারে! তুহার উপর হামি খুসি হচ্ছি, চুপ চাপ তুদিন থাক, হামি ফুলিয়ার সাথে তুহার সাদী দিবে।

(প্রস্থান)

সান্নু। কুলিয়ার সাথে সরদার হামার সাদী দিবে, মাথার মানিক ছিনায়ে লিয়ে, এক মুঠা চানা দিয়ে হামার মন ভুলাবে। উ রাজার লেড়কা হামার দুশমন আছে, উ আপন রাজ ছোড়ে ইখানে আসে হামার সর্ব্বনাশ করলে, জুমেলীকে পর করলে। হামার জুমেলী, উ রাজার লেড়কা লিয়ে লিবে? বাপ্‌রে বাপ্‌ হামি বাঁচবে না, হামি বাঁচবে না। হামার জুমেলীকে যো লিছি, উহার দু'আঁখ হামি উপাড়ে লিব। আপ্‌নি মরবে, উহার বি জান্‌ লিবে। তা হোবে না, তা হোবে না, সরদার জানে, উ রাজার লেড়কার উপর হামার বড়া রাগ আছে। হামি কিছু করলে সরদার হামার জান্‌ লিবে, বুড়া মাঝিকো বি মারে ফেলবে। উ রাজার লেড়কার যো বহিন্‌ আছে, উকে চুরি করে হামি লুকায়ে রাখবে। উ রাজার বেটা রোয়ে রোয়ে ঘুরবে, হামি চুপ চাপ দেখা করে বলবে হামার জুমেলীকে দে তুহার বহিনকে লে। হামি ছাড়বে না, হামি ছাড়বে না,—জুমেলীকে হামি ছাড়বে না।

(কুলিয়ার প্রবেশ)

কুলিয়া। সান্নু! চুপ চাপ এখানে খাড়া আছিস যে? হাঁরে তুই কি চাস কি লিয়ে তু থাকিস?

কা দিয়ে তুহার পরাণটা আপান করে ঘুরে ঘুমে বেড়াস? হামি তোর দুখ ঘুচায়ে দিবে, হামি পরী-রাণী আছে—দাওয়া জানে, এক তুড়িতে তুহার মন ভালা করে দিবে।

লাল্লু। হামি যা চায়, তা তু দিতি পারবি?

ফুলিয়া। হামি যা চায়, তু তা দিবি?

লাল্লু। তু কি চাস?

ফুলিয়া। হামি তুকে চায়।

লাল্লু। যা যা সয়তানী, হামি তুহার মুখ দেখবে না।

ফুলিয়া। কাহেরে। হামার মুখ দেখবিনি কাহেরে, হামি বুঝছে তু জুমেলীকে চাস, তু মরদ নেই, তু কুত্তা আছে, হামাকে কোতো কথা বলছিলি, সব ভুলছিস? তুহার খাবার সাথে হামি বিষ মাখায়ে রাখবে, তু খাবি আর মরবি। তু জুড়াবে হামি জুড়াবে।

লাল্লু। শুন্ ফুলিয়া। হামি তুহাকে ভালবাসাবে। একটা খবর হামাকে দিবি।

ফুলিয়া। তু যদি ভালবাসিস—হামি জান দিতি পারি। কি খবর মাঙছিস?

লাম্বু। উ যে রাজার লেড়কা জুমেলীর সাথে ভালবাসা করছে,—উহার একটা বহিন আছে।

ফুলিয়া। হ্যাঁ আছে।

লাম্বু। উ সাঁঝের বেলায় কুথাকে বেড়াতে যায় তু জানিস?

ফুলিয়া। লাম্বু! তুহার কি মতলব আছে? খবরদার, সরদার তুহার দাঁত ভাঙ্গি দিবে। সয়তান! হামার সাথে সয়তানি করছিস, জুমেলীর সাথে সয়তানি করছিস, রাজার বেটার সাথে সয়তানি করছিস, আবার উহার বহিনের সাথে সয়তানি করতি চাস? যা বেইমান। তুহার কাছে আর আমি আসবো না।

(প্রস্থান)

লাম্বু। আগুন জ্বলবে—আগুন জ্বলবে—হামি পুড়বে, সরদার পুড়বে, জুমেলী পুড়বে, রাজার লেড়কা পুড়বে, উহার বহিন পুড়বে, আগুন জ্বলবে ধু ধু জ্বলবে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(প্রভাত ও ঝুমেলীর প্রবেশ)

ঝুমেলী। ফটিক জল! ফটিক জল! ফটিক জল কি আছে। তু এত কথা জানিস। ফটিক জল তুহার ভালবাসার নাম আছে, না।

প্রভাত। পোড়ারমুখী! আমার ভালবাসাকে তুই জানিস নি? তুই আমার ভালবাসা। যে যাকে ভালবাসে তার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাতে হয়, তোর সঙ্গে আজ থেকে আমি "ফটিক জল" পাতালুম। ফটিক জল পাতান বুঝিস? তুই পাহাড়ী মেয়ে, তোর প্রাণে কি এ সব রস আছে? কেউ চোখের বালি পাতায়, কেহ ভালবাসা পাতায়, কেউ দ্যাখনহাসি পাতায়—কেউ গঙ্গাজল পাতায়, আমি তোর সঙ্গে "ফটিক জল" পাতালুম।

ঝুমেলী। ফটিক জল কি আছে হামাকে সমঝে দেনা রাজার লেড়কা।

প্রভাত। "চাতক পাখীর" নাম শুনেছিস? ছাই শুনেছিস, তোকে বোঝাই কি করে বল? যখন আকাশে ভারি মেঘ হয়, ঝড় উঠে গাছ, পালা, বাড়ী, ঘর, দোর সব ভাঙ্গতে আরম্ভ করে, বিদ্যুৎ ঝলকে আগুণ ওগরাতে থাকে, সেই সময় চাতক

পাখী মেঘের কাছে গিয়ে "ফটিক জল" "ফটিক জল" বলে এক ফোঁটা জল চায়, কোনদিন জল পায়, কোনদিন বিদ্যুতের আগুণে পুড়ে মরে। তার তৃষ্ণা সেই সময়ের মেঘের জল ছিন্ন মেটে না।

জুমেলী। আল্লা মাতার লেড়কা তু বড়া চতুর আছে। হামি ভীলের লেড়কী বটি, তুহার বাং সব বুঝে। তু চাতক পাখী আছিস, হামি মেঘ আছে, তু ফটিক জল ফটিক জল বলে চিল্লাবি, হামি তুহাকে আগুণে পুড়াইয়ে মারবে। তু মরদ তুহারা আগুণ জ্বালতে জানিস, হামি মাইয়ে লোক আছে, জল দিয়ে আগুণ নিভাতে জানে।

প্রশান্ত। ওরে পাহাড়ে ছুঁড়ি, তুমি ত কম দুষ্ট নয়। মানুষের প্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মনের কথা টেনে তুলতে জান। তোকে'ত আর বিশ্বাস কর্বো না, তুই বুকের ভিতর ছুরী লুকিয়ে রেখেছিস, চোখের ছায়ায় বিষ মিশিয়ে রেখেছিস, যাকে মনে করবি তারে মেরে ফেলবি, ও বাবা, তুদের কাছে তো আমি থাকবো না। কোন দিন বুকে আর বিষে জড়িয়ে মারবে।

জুমেলী। হাঁ—হাঁ মারবে। তু মারবে না হামি মারবে? আল্লার লেড়কা বড়া চালাক—বড়া চালাক।

প্রভাত। জুমেলী। একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো ঠিক উত্তর দিবি, না তুই দিবিনি। নেকী সেজে মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবি।

জুমেলী। তু ছলা ছাড়, বচন কি ফোয়ারা বন্ধ কর, কি বলতি চাস সোজাসুজি বল।

প্রভাত। যদি কখন নারায়ণ সুদিন দেন, বিমাতার চাতুরী প্রকাশ পায়, পিতা আপনার ভুল বুঝতে পারেন, আবার আমাদের পূর্ব্বের অবস্থা ফিরে পাই, তখন আমি যদি তোরে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই, তুই যাবি? বেশ দুটীতে এক সঙ্গে থাকবো। কত লোকের মুখ দেখবি, কত বড় বড় রাস্তা দেখবি, কত আলো জলছে দেখবি, কি বল রাজী আছিস।

জুমেলী। হামি বুঝছে, তু ভালবাসার কথা বলছিস। ছোঃ—ছোঃ—হামি জান দেবে, রাজার ছেড়কার সাথে ভালবাসা কর্ব্বে না। তু যা হামি ফটিক জল হবে না। হামি ভীলের লেড়কী ভীল থাকবে।

গীত।

হামি বনের পাখী, তু দিবি ফাঁকি, ছলা করে
মোরে ধরবি নাকি।

তোরে ভাল চিনি তুই বলবি জানি দলবি পায়ে
করবি বেইমানি
শয়তানি না আছে বুঝতে বাকি ।।
হাসি হাসি বলবি ভালবাসি, টানবি ডুবি দিবি
গলায় ফাঁসি,
(তুহার) সবি নেকি, হামি আর কি থাকি ॥

প্রভাত। শোন শোন যাসনে যাস্‌নে।

জুমেলী। তু বোল, রাজবাড়ী হামাকে যেতে বলবি না, পাহাড়ে থাকতি দিবি।

প্রভাত। হ্যাঁ—হ্যাঁ তুই এইখানেই থাকিস তোকে কোথাও যেতে হবে না, ভারি তুষ্ট ভারি দুষ্ট, ভীলের মেয়ে এত দুষ্ট হয় তা আমি জানতুম না, আচ্ছা আর একটা কথা বল, তুই তো আমার সঙ্গে যাবিনি, এমন দিন আসবে, যে দিন আমরা আপনার রাজ্যে ফিরে যাব, আমি চলে গেলে তোর মন কেমন কর্ব্বে না।

জুমেলী। তু কুথা যাবি। কান পাকড়ে এখানে রাখবো না। হামায় ছেড়ে তু এক পা চলবি তো তোর নাক ছেঁটে দিব, চুপ রহে যা উ সব কথা মুখে আনিস না। কি আছেরে, হামি তোর কি

আছে? হ্যা—হ্যা "ফটিক জল" "ফটিক জল"। তুই একবার বোলনারে ভাই, ফটিক জল ফটিক জল।

প্রভাত। "ফটিক জল—ফটিক জল!" চল বাবনার বাগে যাই, ফটিক জলের ছড়া শেখাব।

গীত।

চাতক হাঁকছে ফটিক জল।
ওরে পাখী খালি ফাঁকি আগা-গোড়া সবই ছল॥
মেঘের বুকে আগুন ছোটে,
মরবি কেন জ্বালার চোটে,
একটী ফোঁটা দেবেনা জল,
মুখ চেয়ে কার আছিস বল॥
মিছে ডেকে হবি সারা,
ঘুরে ফিরে দিশে হারা,
প্রাণটী রেখে শুকনো মুখে
আপন ঘরে ফিরে চল॥

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

কুটীর সম্মুখ

(স্ত্রীবেশী সদানন্দ ও লাল্লুর প্রবেশ)

লাল্লু। তু কোন্ আছেরে, কোন আছে ?

সদানন্দ। চিন্‌তে পাচ্ছনা, আমি পাহাড়ী পেত্নী।

লাল্লু। তু কি বলছিস হামি বুঝতে পারে না।

সদা। তবে সবিশেষ ব্যাখ্যাটাই শোন। একশো দশ বৎসর পর্য্যন্ত আমি স্বামীর কোল আলো করে-ছিলেম। সম্প্রতি যমরাজ এতলা পাঠাতে চিত্রগুপ্তের অধিকারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হয়েছিল। আমার পূজ্য পাদ স্বামী মহাশয়, এক ডোবার ভেতর আমার চিতে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। সেই রাত্রেই এক ব্রহ্ম-দৈত্যের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। তার একটী পেত্নি সঙ্গী ছিল, দিনকতক হলো পরস্পরে বিচ্ছেদ ঘটেছে, সেই ব্রহ্মদৈত্যের আজ্ঞায় তার পেত্নীর সখীর স্থান আমায় অধিকার করতে হয়েছে।

লাল্লু। তু কি চাহিস? ই পাহাড়ী মলুকে তুহার কি কাজ আছে।

সদা। এখানে এক রাজরাণী কোথা থাকে বলতে পার? তার সঙ্গে একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে।

লাল্লু। রাজার রাণীর সাথে তুহার কি আছে।

সদা। অনেকদিন অভুক্ত আছি। ঘাড় মট্‌কে নররক্ত পান কর্ব্বার জন্যে আমার এস্থানে আগমন হয়েছে। বলতে পার সে রাজরাণী কোথায়?

লাল্লু। ইখানেই থাকে, হিতা সিথা কুথা ঘুমছে। তু রাজরাণীর ঘাড় মট্‌কাতে আসছিস, উহার লেড়কার কিছু করতে পারিস্ না, উটা বড়ি শয়তান আছে।

সদা। সবংশে ধ্বংশ কর্ব্বার জন্যেই উৎসাহে এসেছি। এখন এ পোড়া কপালে কতদূর ঘট্‌বে বল্‌তে পারিনে। ওগো পাহাড়ী চাঁদ, নাকের ঝুমকো কেমন দেখতে হয়েছে বল দেখি। পেত্নী জেনেও প্রেম কর্‌তে ইচ্ছা হয় না কি?

লাল্লু। তু কি বলছিস, হামি সমঝাতে পারি না। হামার বাত শুন, উ লেড়কাটার ঘাড় মটকে পেটের

মধ্যে পুরেলে। রাজরাণীকে মারতে চাস মার, হামি কুছু বলবো না, উহার বেটীকে লিয়ে হামার কাম আছে। উ লেড়কীর ঘাড় তু মটকাবি, হামি তোর জান লিব।

সদা। বুঝলেম পাহাড়ী চাঁদ, ও লেড়কীর উপর একটু কৃপা দৃষ্টি করেছ। বাবা তোমাদের প্রাণেও প্রেমের তুফান বয় নাকি? বাঘ স্বীকার করো, সিংহীর সঙ্গে লড়াই করো, ভাল্লুককে আলিঙ্গন দাও আবার ছুঁড়ী টুড়ী দেখলেও আস্‌নাই করবার ইচ্ছা টুকু হয়। একটা বৃহৎ ভুল আজ আমার ঘুচলো। ভেবেছিলেম, সহরের মধ্যে ঘি, দুধ আর টাকার ভেতরেই প্রেম আছে, এখন দেখছি তীরের খোঁচা-খুঁচি, আর পাহাড়ের বাঘ ভাল্লুকের মধ্যে যারা বাস করে, তারাও বড় কম্‌তি যান্‌ না।

লাল্লু। উঃ রাজরাণী ইদিকে আস্‌চে হামার দরকার আছে, হামি চলে।

(লাল্লুর প্রস্থান)

(শরৎ সুন্দরীর প্রবেশ)

শরৎ। কতদিন—কতদিন আর

দুঃখের পাথার বহি এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে

দিবা নিশি করিব যাপন।
তরুণ তপন
এ জনমে ভাতিবে কি অদৃষ্ট-আকাশে।
কুহকিনী আশার আশ্বাসে
জীবন ফুরায়ে যায়।
অভাগিনী জনম-দুখিনী
শিরোপরে কলঙ্ক-পশরা ধরি
পরিহরি পতির আবাস,
সিংহিনীর সনে বাস পার্ব্বত্য প্রদেশে।
কর ত্রাণ
ভগবান! দুখ-নিশি হোক অবসান,
সন্তাপিত প্রাণ, যেতে চায় বন্ধন ছিঁড়িয়া।
পুত্র-কন্যা-মুখ নিরখিয়া
কোন মতে রেখেছি জীবন।
সতীত্ব-গৌরব বিমল সৌরভ
কাল ধর্ম্মে ডুবিল কি সব।
(সদানন্দকে দেখিয়া)
কে তুমি?

সদা। পাহাড়ী পেত্নীর মামাতো বোন। সধবা অবস্থায় পেত্নীত্ব লাভ করেছি। পাকা চুলে সিন্দুর,

নাক ভরা নথ, আর শাড়ী—বের দিন স্বোয়ামীর দেওয়া লাল পেড়ে শাড়ী খানি এ অবস্থাতেও ত্যাগ করতে পারি নাই।

শরৎ। পরিচিত স্বর। এ কণ্ঠ সহস্রবার শুনেছি, কানে যেন বেজে রয়েছে। সত্য বল তুমি কে? আমি বড় অভাগিনী আমার সঙ্গে ছলনা করো না!

সদা। মা! আমি সদানন্দ, আপনার চিরাশ্রিত ভৃত্য! ছদ্মবেশে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

শরৎ। সদানন্দ,—তুমি। বহুদিন পরে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের সঙ্গে দেখা হল। সংবাদ কি? রাজা কেমন আছেন? তাঁর কুশল তো? রাজ্যে কোনরূপ অমঙ্গল ঘটেনি? তোমায় ছদ্মবেশে এমন সময় এখানে আসতে দেখে, আমার মনের ভিতর উদ্বেগের তরঙ্গ উঠছে। সদানন্দ, শীঘ্র উত্তর দাও।

সদা। মহারাণী! চঞ্চল হবেন না, একে একে সকল উত্তর দি শুনুন। ছদ্মবেশে আসার কারণ আপনি বুঝতে পাচ্ছেন নাকি? রাজার হুকুম তাঁর যে কোন কর্মচারী আপনার সহিত এই নির্বাসিত দেশে সাক্ষাৎ করতে আসবে, তার প্রাণদণ্ড হবে।

কাচ্ছেই স্বরূপ চেহারা নিয়ে ভরসা করে এগুতে পারলেম না। ব্রহ্মদৈত্যির সখী পাহাড়ে পেত্নী সেজে চুপি চুপি আপনার কাছে এসেছি। কি জানি কে কোথায় দেখে ফেলবে, কচি পাঁটার মত টপাৎ করে মুণ্ডটা দুফাক্ হয়ে যাবে। রাজ সংসারের অতি ভীষণ গোপনীয় সংবাদ জানাবার জন্যে আমায় আসতে হয়েছে।

শরৎ। বল বল শীঘ্র বল। সন্দেহ তাড়নে আমি বড় অধীর হয়েছি। রাজার কোন অমঙ্গল হয়নি।

সদা। মহারাজ শয্যাশায়ী হয়েছেন। তিনি সাংঘাতিক রূপে পীড়িত। বলবো কি মা ছোট রাণী রাক্ষসীর গর্ভে জন্মে ছিল। সমস্ত প্রধান কর্মচারিদের কাউকে অর্থের প্রভাবে, কাউকে চখের চাউনিতে, কাউকে আকাশ কুসুম হাতে দিয়ে হস্তগত করেছে। রাক্ষসীর মনের ইচ্ছা যাতে রাজার মৃত্যু হয় এবং তার ছেলে সিংহাসন অধিকার করে বসে। মহারাজ রুগ্ন শয্যায় নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়ে আছেন। চিকিৎসা হওয়া দূরের কথা, মুখে এক ফোঁটা জল দেয় এমন কেউ কাছে নাই। রাজা এক একবার চেঁচিয়ে

উঠছেন, বলছেন আমার বড় রাণীকে এনে দাও, আমার প্রভাতকে এনে দাও, আমার সন্ধ্যাকে এনে দাও। সেই কাতর কণ্ঠস্বর শূন্যে গিয়ে মিশ্‌ছে, শোন্‌বার কেউ নাই। সমস্ত রাজপুরী ছদ্মবেশী শত্রুর নিশ্বাসে আচ্ছন্ন।

শরৎ। কি সর্ব্বনাশ। জগজ্জননী আরও কিছু মনে আছে কি? তুই যথার্থই পাষাণী মাথার সিন্দুর পর্য্যন্ত ঘোচাতে চাস্! সদানন্দ! সত্য বল, রাজার কি ভ্রম ঘুচেছে? আমি কলঙ্কিনী নই, এ কথা তিনি কি বুঝেছেন? বল বল মরা প্রাণে এক ফোঁটা শান্তি আসুক।

সদা। তা আর কি বোঝেননি! ছল চাতুরী করে রাজাটার জীবন নেবার চেষ্টা কচ্ছে। রাজ কবিরাজ পর্য্যন্ত সে ঘরে ঢুকতে পায় না। শুশ্রূষার জন্যে একটী মাত্র দাসী মাটীর প্রদীপের মত টিপ্ টিপ্ কচ্ছে। রাজাও চক্ষু বুজবে, ছোট রাণীও নিজের ছেলেকে সিংহাসনে বসাবে। ভবিষ্যতে তোমার "প্রভাতের" আর কোন দাবী দাওয়া থাকবে না।

শরৎ। সিংহাসন, ঐশ্বর্য্য, রাজপ্রাসাদ দেবতার অভিশাপে চিরদিনের মত ভস্ম হয়ে যাক। আমি আমার

স্বামীকে চাই! ছাই ধন রত্ন; আমি পতিপ্রেম কাঙালিনী, ঐশ্বর্য্যের কাঙালিনী নই। আমি গাছতলায় থাকতে জানি, নিজে দাসী হয়ে সেবা কর্ত্তে জানি, এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করে নিজে উপবাসী থেকে, আমার দেবতার প্রাণরক্ষা করতে জানি। চল সদানন্দ, নারীর অভিমান জলে ডুবিয়ে দিয়ে, আমার পতির প্রাণরক্ষা করি। কাল ভুজঙ্গিনী সতিনী যদি আমায় বিষ খাইয়ে মারে, সামান্য কর্ম্মচারীর দ্বারা অপমান করে আমায় দূর করে দেয়, যদি আমার "প্রভাতের"—আমার বড় আদরের "সন্ধ্যার" জীবনের উপর আঘাত পড়ে, তাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। আমি পুত্র কন্যা লয়ে হাস্তে হাস্তে মরবো। মনকে প্রবোধ দিতে পার্ব্বো স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য যথা সাধ্য কল্লুম। কিন্তু সদানন্দ, নিশ্চিন্ত যেন, চন্দ্র, সূর্য্য এখনও ক্ষয় পায়নি, দেবতারাও এখনও নিদ্রিত নন্। ধর্ম্মের রাজ্যে অধর্ম্মের পরাজয় আছেই। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুবে, নিশ্বাসের সঙ্গে ঝলকে ঝলকে বিষ উঠবে, অবলার দুর্ব্বল বাহুতে সিংহিনীর বল আসবে, মহারাজের মহামূল্য প্রাণ কেউ নিতে পারবে না। চল সদানন্দ। আর বিলম্ব করো না।

সদা। মাগো! আমি তোর ছেলে আমার কথা

শোন্। একেবারে অতটা বাড়াবাড়ি করলে সব দিক নষ্ট হয়ে যাবে। রাজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে এখনও আমার মত দুটো একটা হতভাগা আছে, যাদের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। দেহের সমস্ত রক্ত, টক্ বগ্ করে ফুটতে আরম্ভ হয়েছে। আর দেরি নেই তলোয়ার ধস্লে বলে। সমস্ত প্রজা খেপে উঠেছে, ছোট রাণীর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। যারা অধর্ম্মের আশ্রয়ে থেকে আপনার গৌরব বাড়াতে চায়, তাদের পরিণাম এই রকমই হয়। কালরাত্রে মন্ত্রী টন্ত্রী নিলে একটা সভা করবে। বোধ হয় পরশু দিনের মধ্যে কাজ সাবাড় হয়ে যাবে। আবার আমাদের রাজলক্ষ্মী ঘর আলো করে গিয়ে বসবে। শ্মশানে পিশাচের নৃত্য থাকবে না। ঘরে ঘরে কান্নার রোল দূর হয়ে যাবে, আনন্দের সমুদ্র গর্জ্জন করে উঠবে। সমস্ত নর নারী মনের উল্লাসে সাঁতার দেবে। আর দু দিন অপেক্ষা কর মা, দিন এসেছে। মা, আমি চল্লুম, কে একটা জীমদের মেয়ে এই দিকে আসছে। আমায় দেখতে পেলেই গা কোন করবে। তোমার কাছে গোপনে যাওয়া আসা করছি, এ সংবাদ প্রচার হলে, আমাদের কার্য্য সিদ্ধির পথে বিশেষ ব্যাঘাত পড়বে। ওটা যদি জীন মরদ হতো,

তত ভয় পেতুম না। ডাহা ডাহা মাদী দেখ্‌ছি, এখনি সব বেপালট করে দেবে, ও জাত সব পারে।

(প্রস্থান।)

শরৎ। কি করি? মনের বেগ ত আর ধরতে পাচ্ছিনে, প্রাণ উড়ে যেতে চাচ্ছে! হয়ত এতক্ষণ;—ওহো সে কথা ভাবলেও বুকের ভেতর আগুন জ্বলে ওঠে। অধৈর্য্য হবো না। বালিকার মত চঞ্চল হয়ে নিজের সর্ব্বনাশ করবো না। দিন যায়, আবার আসে, আমারও দিন আস্‌বে!

(ফুলিয়ার প্রবেশ)

ফুলিয়া। মায়ী—মায়ী, তু আপন লেড়কা লেড়কী লিয়ে ইথান থেকে একদম পালা, এক দুষমন তুহার সর্ব্বনাশ করবে বলে পাছু পাছু ঘুরচে। তুহার লেড়কী সাঁজির বেলা কুথা যায়, কি করে, কার সাথে থাকে, এ সব সন্ধান নিচ্ছিল। তু পালা, তু পালা। ই শয়তানি মুলুক ছেড়ে দে, ছেড় দে। হামি থাকবে না, হামি থাকবে না, তুহার সাথে হামাকে দেখলে হামার বি জান লিবে। দুষমন! শয়তান! দাগাবাজ তুহার পিছে পিছে

ঘুমচ্ছে, তুহার লেড়কীকে লিবে। বাস, আর কিছু হামি বলবে না।

(প্রস্থান।)

শরৎ। ভীল বালিকা কি বলে গেল। কিছু বুঝতে পাল্লুম না, আমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বার জন্য দুষমন ঘুরছে, এর চেয়ে সর্ব্বনাশ আছে নাকি? সইচে বলে আর কত সইবে? অসহ্য জীবনের যবনিকা এইবার পড়বে: ভীল বালিকা কোথায় গেল। বিদ্যুতের মত এলো, নক্ষত্রের মত ছুটে বেরিয়ে গেল। ঐ যে যাচ্ছে, ওর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই, সব কথা ভাল করে না শুনলে কোন পথে যাব, কি উপায় করবো,—কিছুই স্থির কর্ত্তে পার্ব্বোনা যাই। দ্রুত পদে যাই।

(প্রস্থান।)

(সন্ধ্যার প্রবেশ)

সন্ধ্যা। মা কোথায় গেল, আমায় বুঝি খুঁজতে বেরিয়েছে? দেখ দেখি হরিণ ছানাটার কি অন্যায়, দাদা কত যত্ন করে এনে আমার হাতে দিলে, আমি নিজে নাওয়াই নিজে খাওয়াই তা ভাল লাগবে কেন? কোথায় যে উধাও হয়ে দৌড় মারলে, এত খুঁজলুম

কিছুতেই ধর্‌তে পাল্লুম না। ঐ ছাই হরিণ খুঁজতেই তো কুটীরে ফিরে আস্‌তে দেরী হলো। মনটা আজ এমন কচ্ছে কেন? প্রাণটার ভেতর যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে। আমিত কারুর সাতে পাঁচে থাকিনি, আপনার মনে বেড়িয়ে বেড়াই তবে মনের আজ এ রঙ্গ কেন? মনটা ভারি দুষ্ট! ঠিক যেন রাঙ্গা বাপের মতন কখন হাসায় কখন কাঁদায় কিছুরি, ঠিক নেই।

গীত।

পোড়া মনের ভাব বোঝা দায়,
কখন কেমন চলন তার।
ছল পেতে কল টিপে বুকে হাসিমুখে
দেয় সে ক্ষার॥
আশে ভাসে সাধে কাঁদে,
চোক ঠারে সে হৃদয় চাদে,
জড়িয়ে দেবে এমন ফাঁদে, ছাড়ান
পাওয়া হবে ভার॥
চুপি সাড়ে যাদু করে,
মাতিয়ে দেবে ভাবের ভরে,
সিঁদ মেরে সে আঁটা ঘরে, তুল্‌বে শেষে
হাহাকার॥

(লাল্লুর প্রবেশ)

লাল্লু। ওরে ওরে রাজার বিটী, হামি তুহাকে ধরে নিয়ে যাতি আসছে, হামার সাথে যাতি হবে। যদি চিল্লাবি, গলা টিপবো আর মারবো, চুপ চাপ সাথে সাথে চলিয়ে আয়, কুছু বলবে না। তুহার গায়ে হাত বি দিবে না। তু হামার বহিন হামি তুহার ভাই।

সন্ধ্যা। কে তুমি? আমায় কোথা নিয়ে যাবে? তোমার মুখ দেখে আমার ভয় হচ্ছে। আমায় মেরে ফেলতে এসেছ কি?

লাল্লু। না—না তুহার জান লিবে না, পাহাড়ের গহ্বরায় ঢুকে লুকিয়ে রাখবে। জল দিবে ফল দিবে তুহার কুছু কষ্ট হবে না। হামি তুহার ভাই আছে।

সন্ধ্যা। না—না আমায় ধরে নিয়ে যেও না, কে আছ? কে আছ? আমায় রক্ষে কর, ডাকাতের হাত হতে আমায় উদ্ধার কর।

লাল্লু। বটে রে শয়তানী, হামার সাথে দুষমানি সুরু করলি, চিল্লাতি লাগ্‌লি, তুহাকে জোর করে ধরে লিয়ে যাবে।

(বলপূর্ব্বক উত্তোলন।)

সন্ধ্যা। রক্ষা কর, রক্ষা কর, ডা কাত! ডাকাত!

(বর্শাহস্তে জুমেলীর প্রবেশ)

জুমেলী। খাড়া হোয়া সয়তান! চুপ রহে যা বেই-মান। কি কাম করছিস বুঝছিস না তুহার ধরম নাই।

লাল্লু। জুমেলী! জুমেলী! তুই আসছিস তুহার আপনা ভালা মাঙিসত ছুটাছুটী ইখান থেকে চলিয়া যা। ধরম! তু হামার ধরম খা নিচ্ছিস।

জুমেলী। সামার হোয়া ডাকু। হামি তুহার জান লিবে।

(বর্শার আঘাতে আহত হইয়া লাল্লুর পতন)

(সন্ধ্যার মূর্চ্ছা।)

লাল্লু। হামি ছাড়বে না—হামি ছাড়বে না, হামার বি জান দিবে তুহার বি জান লিবে। মরবে—মরবে, দানা হবে, রাজার লেড়কার মাথা চিবায়ে চিবায়ে খাবে। পাহাড়ের গহড়ায় রাজার বিটিকে পাকাড়ে রাখবে খাবে মারবে।

(রক্তাক্ত কলেবরে জুমেলীর প্রতি ধাবমান হইয়া বর্শা কাড়িয়া লইয়া জুমেলীকে ফেলিয়া দিয়া গলা টিপিয়া ধরা।)

জুমেলী। সয়তান! সয়তান! জান মারলে।

(বেগে প্রভাতের প্রবেশ।)

প্রভাত। ভয় নাই দুর্মতির দণ্ড ভগবান দেন। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তাঁর নাম করুণাময়।

(তীরের আঘাত ও লাল্লুর পতন)।

প্রভাত। জুমেলী! জুমেলী! ছুটে পালিয়ে এস। সন্ধ্যা মূর্চ্ছিতা—চল তুলে নিয়ে যাই।

(সন্ধ্যাকে লইয়া উভয়ের বেগে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জঙ্গল।

ভজ্জী ও জুমেলী।

ভজ্জী। সয়তান বড় মিলে। কই ধর্তে পারলে না! জঙ্গ চোট খাইয়ে তব্ তি দুষমন পলাইয়ে গেলো। হামার বুক চাপড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। ডালকুত্তা লিয়ে লাল্লুর হাত্‌ছি থামাতে পারলেনা। জুমেলী তুহার

দুখায় চোট টোট লাগে না। বাপ্‌রে হামার কলিজা ভাঙ্‌ দিছলো।

জুমেলী। বাপ্‌পা উ রাজার লেড়কা হামার জান বাচায়েছে। আপ্‌না পরাণ কবুল দিয়ে লাল্লু সয়তানের সঙ্গে দাঙ্গা কর্‌ছে। হামার বড় ডর লেগেছে বাপ্‌পা! উ কখন্ আস্‌বে কখন্ ধর্‌বে কখন্ মারবে কি কর্‌বে কি হবে বাপ্‌পা কি হবে!

ভম্বজী। ডর! তু হামার লেড়কী, হামি সরদার আছে। তুহার সাথে যো হুসমুনি কর্‌বে, উহার ঘর দোরে হামি আগুন জ্বালায়ে দিবে। বাল বাচ্ছা সব টুকরা টুকরা করে কাটবে।

জুমেলী। বাপা, হামি শুন্‌তে, লাল্লু দু-দশ জন ভীল লোক্‌কে হাত কচ্চে। হামাদের সর্ব্বনাশ কর্‌বে বলে মতলব আঁটিচে।

ভম্বজী। হামার ভীল লোক হামার উপর সয়তানি কর্‌বে? পাহাড় উড়ায়ে দিবে। সব ভীললোকের ঘর বর্শায় খোঁচা দিয়ে ভাঙ্গি দিবে। জুমেলী! তুহার কিছু ডর নাই, উ সালুকে হামি আজিই পাকড়া কর্‌বে। তুহার সামুনে উহার দুটো আঁখি কাণা করে দিবে। হাত কাটবে পা কাটবে, নাক কাটবে শেষে গুহ্‌ত্যা ক'রে মাটী চাপা

দিয়ে দিবে। হামি এখন সলা কর্ব্বার জন্যে যাচ্ছে। লাল্লু কুথাকে লুকিয়ে থাকবে, ধরবে, মারবে উহার বুড়া মা'র নাক ছাটি দিবে।

[প্রস্থান।]

জুমেলী। ফটিকজল! বড়া মিঠানাম। হামার ফটিক জল এখনো আসচে না কেন? রাজার লেড়কা একটা উচাবাৎ জানে না। হামায় যেন যাদু করচে।

(প্রভাতের প্রবেশ)

প্রভাত। ও ফটিকজল, ও ফটিকজল! দ্যাখ দ্যাখ কেমন সুন্দর ঘোড়াটা দ্যাখ, তুই চড়বি?

জুমেলী। আরে তুই ঘোড়া কোথা হতে আনলি রে?

প্রভাত। আমার পিতা আমাদের লয়ে যাবার জন্যে লোক জন হাতী ঘোড়া পাঠিয়েছেন, আমি যখন রাজপথে বেড়াতে যেতুম এই ঘোড়াটীতে চড়তুম। এর নাম কি জানিস্ "সুন্দর" এ নাম আমি নিজে রেখেছি "সুন্দর" যথাৰ্থই সুন্দর! পশু বটে অনেক মানুষের চেয়ে ভাল!

জুমেলী। তু চলি যাবি, হামাদের একদম ছাড়্‌বি! হামি কেমন্ করে থাক্‌বে। কার সাথে খেল্‌বে? কারে ফটিক জল কহ্‌বে? তু হামছিল, হামার কান্না আস্‌চে, বুক ফাটিতি চাইচে।

প্রভাত। ঝুমেলী আমার সুখের দিনে তুই কাঁদিস্ নি। পিতা পীড়িত উত্থানশক্তি রহিত, বিমাতার ছলে বিশ্বাসঘাতক রাজকর্ম্মচারীদের ষড়যন্ত্রে অভিভূত। বার বার কাতরস্বরে আমাদের নাম ধরে চিৎকার কচ্ছেন। প্রধান মন্ত্রীকে গোপনে আদেশ দিয়েছেন, আমাদের রাজ-পুরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আপনার ভ্রম বুঝ্তে পেরে অপরাধ স্বীকার করে মার। নিকট মার্জ্জনা চেয়ে পাঠিয়েছেন! তুই কেন আমাদের সঙ্গে চল না। বেশ দুটীতে এক সঙ্গে থাক্বো। বাগানে বেড়াব, ফুল তুলবো, মালা গাঁথবো; কি বল রাজি আছিস্?

ঝুমেলী। হামি ভীলের লেড্কী, রাজার বাড়ী গিয়ে কি করবে, রাজা মোকে খেদায়ে দেবে।

প্রভাত। না রে না আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে, রাজা তোকে পাশে বসিয়ে কত আদর কর্বেন।

ঝুমে। হামি কেমন করে যাবে? সরদার বাবা কাঁদবে, ভীল-লোক কাঁদবে, ফুলিয়া কাঁদবে, পাহাড়ের ঘর দোর গাছ পাতা মল ফুল সব কাঁদতে থাক্বে। আরে রাজার লেড়কা তু হামার সর্বনাশটী করবার লাগে ইথানে আসছিলিরে।

প্রভাত। তুই যদি আমার সঙ্গে যাস, আমি সর্দার

বাবাকে রাজী করাব সে আমার সঙ্গে যাবে, ভীলেরা যাবে, ফুলিয়া যাবে।

জুমে। হামাকে সেখানে লিয়ে গিয়ে কি কর্ব্বি?

প্রভাত। এ কথার উত্তর চটপট্ কি করে দি বল. তুই সেখানে চল, তার পর ভেবে চিন্তে যা হয় একটা করা যাবে। তুই ঘোড়ায় চড়া শিখ্‌বি? ভয় নেই এ ভারি ঠাণ্ডা ঘোড়া।

জুমে। না হামি এ ঘোড়া চড়বে না। তু হামার বুকে তীর হানছিস্ তুহার ঘোড়া পায়ের খুর চাপাকে হামার জান লিবে।

প্রভাত। নারে না তোর চেয়ে আমার ঘোড়া ঠাণ্ডা. দেখ্‌বি কেমন আমার কথা শোনে। (অশ্বের প্রতি) সুন্দর। আমার ফটীক জলকে সেলাম করতো। দেখো পাহাড়ী মেয়ে কথা শুনে কিনা দেখলি? চল তোকে ঘোড়ার উপর চড়িয়ে ঝরনার ধারে নিয়ে যাই।

জুমে। কি করে হামি চড়বে? হামাকে সলা বাতলে দে।

প্রভাত। এর আর সলা কলা কি বল? আমার কাঁধের উপর হাত দে, তার পর রেকাবে পা দে, তার পর পিঠের উপর উঠে বস।

জুমে। তুহার মনে কুছু আছে নাকি? তু এত কান্দিস কেন?

প্রভাত। নে-নে ন্যাকামি রাখ, আয়।

(অশ্বপৃষ্ঠে জুমেলীর আরোহণ ও নেপথ্যে কোলাহল।)

জুমেলী। জুমেলী! আমরা শত্রুর জালে আবদ্ধ হয়েছি, সেই শয়তান, সেই দুষমন লাল্লু অসংখ্য সশস্ত্র ভীল অনুচর সঙ্গে নিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে আসচে। কি করি, আমি নিরস্ত্র কি উপায়ে তোমায় শত্রুর কবল হতে মুক্ত করবো।

জুমে। লাল্লু! লাল্লু! শয়তান! লাল্লু! লাল্লু! শয়তান (মূর্চ্ছা)

(সশস্ত্র লাল্লু ও অন্য ভীলগণের প্রবেশ)

লাল্লু। দুষমনের মুখে কাপড় বাঁধিলে, খুব জোরে বাঁধবি, একটা বাৎ না নিকলাতে পারে।

প্রভাত। শোন লাল্লু! যদি যথার্থ বীর হও, যে নিরস্ত্র তার উপর অত্যাচার করে কাপুরুষতার পরিচয় দিও না। আমায় একখানা অস্ত্র দাও, হয় বর্শা না তলোয়ার, নইলে তীর ধনুক, তারপর তোমরা সকলে

একত্রিত হয়ে আমায় আক্রমণ কর। আত্মরক্ষা করতে পারি ভাল, নচেত প্রাণ বিসর্জ্জন দোব।

লাল্লু। বর্শা দিবে, তলোয়ার দিবে, তীর ধনুক দিবে বাহবা রাজার লেড়কা বাহবা! আর উ তলোয়ার তু হামার বুকের মধ্যে চালায়ে দিবি? তার পর জুমেলীকে লিয়ে চুপি চুপি ভালবাসা করবি। আরে তুলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্। ঝট্ কাপড় দিয়ে মুখ বাঁধি দে।

প্রভাত। আমার উপর যে অত্যাচার কর আমি নীরবে সইবো। লাল্লু! তুমি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এসেছ, শত্রুর প্রতি কৃপা প্রদর্শন কেন কর্বে? আমি সে আকিঞ্চন করি না, তবে তোমায় ভাই সম্বোধন করে, একটী অনুরোধ কচ্চি জুমেলী মূর্চ্ছিতা এর অঙ্গ না কেহ স্পর্শ করে।

(ভীলগণ কর্ত্তৃক প্রভাতের মুখ বন্ধন)

লাল্লু। সব পারবে তুহার ও কথাটী হামি রাখতে পার্ব্বে না। জুমেলীকে ছোঁবে না, জুমেলীকে বুকে ধরবে না; জুমেলী হামার আছে হামি দরদ করতে জানে; মূর্চ্ছা আছে হামি বুকে ধরে লিয়ে যাবো। জুমেলীর চখের উপর আজ তুহার মাথাটী আপন

হাতে কাটিবে। জুমেলী হামার, তুহার নেহি আছে। তাই লোক সব হুঁশিয়ার, চারি তরফ পাহারা খাড়া করে দুষমন রাজার বিটাকে পাহাড়ের গহ্বরের ভিতর লিয়ে, চলো হামি জুমেলীকে লিয়ে যাচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটীর পার্শ্বস্থ পথ।

(শিকারী বালকগণের প্রবেশ)

গীত।

তুড় তুড় ঝাড়বে হরিণ লাফ বিধবো ফাঁক।
ঝোড়ে ঝাড়ে থাকবে বরা ঠেঙ্গিয়ে ভাঙ্গবো ঘাড় ॥
লাখে লাখে ধরবো পাখীর ঝাঁক
ঘেরা জালে কেউ যাবেনা ফাঁক
কালা খোঁচা আর খুঁজবে না পাঁক
ডাহুকের ফুরিয়ে যাবে ডাক

ধরবো ওদের ঝাঁকায়
কবুতর করবো পাচার
নদীর পাড়ে ডাকা ডাকি করবে না চকা-চকি
ঝোপ ঝাড় বন বাদাড় করবো উজাড়
শিকারীর হাত এড়াবে কোথায় তার জবর ফাঁদ॥

[প্রস্থান]

[শরৎ সুন্দরী, সন্ধ্যা ও সদানন্দের প্রবেশ।]

শরৎ। সদানন্দ। পূর্ব্বে তুমি আমার পিতা ছিলে, তুমি যদি স্নেহের চক্ষে না চাইতে এ অভাগিনীর অস্তিত্ব এতদিনে কালের গর্ভে মিশিয়ে যেত। মনে কত তরঙ্গ উঠছে, প্রাণে কত সোনার স্বপ্ন কল্পনা করে বিভোর হচ্ছি। কত রূপসী মূর্ত্তি একে একে হৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, কখন বালিকার মত আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠছি, আবার কিসের একটা বিষাদের ছায়া চোখের উপর ঘোর করে আসছে। হর্ষ বিষাদের যে কি বিহ্বলতা আমার অবস্থায় না পড়লে, কার সাধ্য তা অনুভব করে। সদানন্দ! মহারাজ উঠে বসতে পেরেছেন কি? কথা কইতে পারছেন কি?

রাজ বৈদ্যেরা কি এখনো জীবনের আশঙ্কা আছে বলছে ?

সদা। না মা আর কোন ভয় নাই, মহারাজ এখন নিরাপদ। তিনি নিজে এসে আপনাদের নিয়ে যাবেন বলে, অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে ছিলেন, পাছে অধিক উৎসাহে পীড়ার বৃদ্ধি করে, এজন্য আমরা সকলে তাঁকে নিবৃত্ত করলুম। বলবো কি মা আহ্লাদে আমার নৃত্য করতে ইচ্ছা হচ্ছে! স্বয়ং ছোট রাণী, আর তাঁর দলবলের অবস্থা দেখে আমি হাসবো কি কাঁদবো কিছু স্থির করে উঠতে পারলেম না।

শরৎ। সদানন্দ। আমি আমার বুকের রক্ত মানত করে রেখেছিলেম যে মহারাজ কোনমতে রাক্ষসীর কবল হতে মুক্ত হন। এতদিনে বুঝলেম এ পরীক্ষার সংসারে মঙ্গলময় জগদীশ্বর, তাঁর পুত্র কন্যাদের নিয়ে লীলা খেলা করেন। দুঃখের দশায় পতিত হয়ে, আমরা তাঁর সৃষ্টি চাতুর্য্যের উপর দোষারোপ করি। কিন্তু ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পরাজয়, সত্য, ত্রেতা দ্বাপরে হয়েছে কলিতেও হবে। ছোটরাণী এখন কি অবস্থায় আছেন? যে সকল রাজ কর্ম্মচারিরা ষড়যন্ত্রের মধ্যে

ছিল তাদের প্রতি মহারাজ কি দণ্ড বিধান করেছেন।

সদা। মা আমিতো তোমাকে সেদিন বল্লেম, মন্ত্রী উর্দ্ধী দিলে একটা সভা আহ্বান করে যেরূপ কর্ত্তব্য স্থির হয় সেই মত কার্য্য হবে। সভা করে আমরা স্থির কল্লেম যে সকল কর্ম্মচারী মহারাজের নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী, সকলে একত্রে মিলিত হয়ে বলপূর্ব্বক মহারাজের পীড়িত ঘরে প্রবেশ করে মহা-মূল্য প্রাণ রক্ষা করতে হবে। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে যদি নশ্বর জীবনের অবসান হয়, ভবিষ্যত-সন্তানে অক্ষয় স্বর্গ আমাদের সঞ্চিত থাকবে। দেবদেব মহেশ্বরের নাম স্মরণ করে আমরা মহারাজের শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হলেম, একটি বাণীর নাম করে কতকগুলো কুচক্রী কর্ম্মচারী আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করলে। সেদিন মহারাজ কতকটা সুস্থ ছিলেন, তাঁর শুষ্ক মুখের ভ্রুকুটী দেখে, একে একে সকলে স্বস্থানে ফিরে গেল। আমরা ক্রমাগত তিনদিন তিনরাত্র একভাবে সেই ঘরে বসে রইলেম, উপযুক্ত শুশ্রূষায় দেব-কৃপায় মহারাজ সুস্থ হয়ে উঠলেন। চতুর্থ দিনে রাজসভায় এসে বললেন যে সকল কর্ম্মচারী এই কুটিল চক্রান্তে

লিপ্ত ছিল, তাদের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করলেন, স-পুত্র ছোটরাণী চির-নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করে কাঁদিতে কাঁদিতে রাজপুরী ত্যাগ করে গেলেন। মা, যারা অধর্ম্মী তারাই দেবতার কার্য্যে সন্দিহান হয়। দেব-পদে দৃঢ় মতি রেখেছিলে, আবার সুখের দিন ঘুরে এল। আর বিলম্ব কেন মা, আজিই যাত্রা করা যাক্ না, মেলা হাতী ঘোড়া সঙ্গে এনেছি, পাহাড় দেশের লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সত্য। হাঁ মা, আজিই চল, আর আমার এখানে থাকতে মন ওঠে না। কেবল মনে হয়—কখন সে শয়তান এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। গাছের পাতা নড়লে ভয় হয়, জোরে বাতাস বইলে প্রাণ কাঁপতে থাকে।

সদা। আহা বাছা, তুই এ বয়সে কি কষ্টটাই না পেলি! মা তোমার মুখে পাহাড়ীদের আচরণের কথা যা শুনলুম, আমি তো অবাক হয়ে গেলুম। এখানেও সেই কুটিলতার স্রোত? সেই স্বার্থপরতার তরঙ্গ! সেই পিশাচের তাণ্ডব রঙ্গ।

শরৎ। সদানন্দ! আজ রাত্রিটা এখানে থাকি, কাল প্রাতেই যাত্রা কর্ব্বো! সরদার বাবার কাছে বিদায় নিতে হবে ভীলদের আশীর্ব্বাদ জানাতে হবে। জুমেলীর মুখচুম্বন

কর্ত্তে হবে, অনেকদিন এই পর্ব্বত প্রদেশে এ পর্ণ-কুটীরে প্রকৃতির অপূর্ব্ব সুষমায় ডুবে দিন অতিবাহিত করেছি, আজ সমস্ত রাত কাঁদবো চক্ষের জলে কুটী-রের মাটি ভিজিয়ে যাব। প্রাণভরা দীর্ঘশ্বাস স্মৃতি চিহ্ন রেখে তার পর বিদায় গ্রহণ কর্ব্বো।

সদা। তা মা তুমি যা ভাল বোঝ কর। "প্রভাত" কোথায়? সন্ধ্যা হয়ে এলো এখনও শীকার করে বেড়াচ্ছে নাকি?

শরৎ। আমি তাকে বলেছি, কাল প্রাতে আমরা যাত্রা কর্ব্বো সে পাহাড়ীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে গেছে, অসময়ের সঙ্গী, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তাদের দুটো কথা বলে আসবে না?

সন্ধ্যা। নাগো না, দাদা সেই জুমেলীর কাছে আছে, আজ কত কান্না কাটী হচ্ছে কত সুখ দুঃখের কথা হচ্ছে দাদা কি এখন ফিরবে?

(ভজনীর প্রবেশ)

ভজনী। মায়ি! মায়ি! তুহার সর্ব্বনাশ হইচে, তুহার সর্ব্বনাশ হইচে, হামার বি মাথা কাটা গিইচে। তুহার লেড়কাকে হামার জুমেলীকে, শয়তান সান্নু

পাকড়া করে লিয়ে গিছে! কুথাকে লুকায়ে রাখ্‌ছে। জান্ লিবে! জান্ লিবে! তুহার লেড়কাকে মারবে হামার লেড়কীকে মারবে! হোঃ হোঃ হামি কুছু করতে পারলে না। হামি কুছু করতে পারলে না। ঝুট মুট হামার নাম পাহাড়ী সরদার আর কি কর্ব্বে, আর কি কর্ব্বে আপনার মাথা আপনি কাটবে।

শরৎ। কি সর্ব্বনাশ! প্রাণ আর কত সহ্য কর্ব্বে? মহেশ্বর তোমার মনে এই ছিল।

(মূর্চ্ছা।)

সন্ধ্যা। সরদার বাবা! সরদার বাবা! আমার মার কি হলো দেখ।

সদা। হারে কালধর্ম্ম কলিতে সবই বিপরীত। বিনা দোষে রাজলক্ষ্মীর এত যন্ত্রণা।

ভল্লজী। মায়ি! মায়ি! তু উঠ্ তু উঠ। তুহার লেড়কাকে লিয়েছে হামার লেড়কী উর সাথে আছে, হামি ছাড়বে না ছাড়বে না। পাহাড় ভাঙ্গবে, গাচ-পালা সব জ্বালায়ে দিবে, ঘর বাড়ী লুট্ কর্ব্বে! শয়তান লাড়ুকে পাকড়াতে না পারে তুহার বেটা হামার বেটীকে না আন্‌তে পারলে, হামী সব ভীল লোককে ফাঁসি লটকায়ে দিবে।

শরৎ। সরদার বাবা! সরদার বাবা! তোমার মুখ চেয়ে তোমার আশ্রয়ে থেকে এতদিন অনাথিনীর মত এই পর্ব্বত প্রদেশে বাস করে আসছি। এ আমার কি সর্ব্বনাশ হলো! সে দিন সন্ধ্যার দৈব-দুর্ঘটনার কথা তোমার অবিদিত নাই: আজ আবার একি হলো, আমি এই কতক্ষণ মনে মনে কত সুখের ছবি আঁকছিলেম, যে চির-দুঃখিনী, সে সংসারে কেবল কাঁদতে জন্মেছে, তার সুখের দিন আসবে কেন? সরদার বাবা, সরদার বাবা আমি রাজরাণী তোমার পায়ে ধরছি, আমার প্রভাতের কোন উপায় কর।

ভজজী। তু কাঁদিস না মায়ী তু কাঁদিস্ না, এ বুড়া হাড়ে এখনও বল আছে। তীর ধনুক ধরলি লাখ লোকের মোহাল লিতে পারে। একটা আওয়াজ দিলে বাঘের পরাণ চমকাতে থাকে। চুপ চাপ বৈসে বৈসে বর্শায় মরচা ধরেছে, তীরের ফলা ভোতা হচ্ছে। বুড়া ভজজী আজ জাগবে, বর্শা ধরবে, তীর ধনুক লিবে জুয়ান উমর ঘুমায়ে আনবে। দাঙ্গা করবে, পাহাড় জ্বালাবে, লুটবে লুটবে! আদ্মীকে ধরবে, উহার নাড়ী ভুঁড়ি বার কর্বে, দোনো পা ধরে কুচির করে শিয়াল কুকুর দিয়ে খাওয়াবে। তুহার লেড়কাকে বাঁচাবে, হামার লেড়কীকে বি সাথে করে

আনবে। কে কোথায় আছিস্‌রে তীর, ধনুক, বর্শা, লিয়ে তুরন্ত আয়া সব্বাই লড়াই মিঠা লড়াই, পাহাড় ভাঙতি হবে, রাজার বেটাকে, হামার লেড়কাকে খোঁজ করে বার করতে হবে। যো পারবি উ আসবি না পারবি তু জান দিবি।

(ভীলগণের প্রবেশ ও গীত)

দে দামামায় জোর কাঠি।
মার মার আয়না ছুটে,—
চল দাপুটে কাঁপিয়ে মাটী॥
তাল ঠুকে হাঁকাড় ছাড়,
কাঁপবে দুষমনের হাড়,
চুপি করে নেনা কাড়,
মাউত চায় ঘাঁটায় আমায়,
টাকীর তোটের হবে বেইমান উজাড়,
মালসাটে ধনুক ছিনে এঁটে চটুপটি।
করবো পাহাড় গুঁড়া, হবে সামনে খাঁড়া,
কে যোদ্ধা, তার মায়ের দুধ ভাঙ্গি খাঁটি।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বত-গুহা।

(প্রভাতকে লইয়া লাল্লুর প্রবেশ)

লাল্লু। আরে রাজার বিটা। তীর চালায়ে হামার জান্ লিতে মন করছিলি না? এখানে তুহার কোন দাদা আসে হামার বর্শার খোঁচা হতে বাঁচবে?

প্রভাত। আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান, মরণকে তুচ্ছজ্ঞান করি। তবে খেদ এই—একটা পাহাড়ী দস্যুর হাতে নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রাণ দিতে হল। দস্যু হলেও যদি ন্যায় আচরণ করতে, আমি আনন্দে প্রাণ দিতেম, কিন্তু তুমি কাপুরুষ! কাপুরুষের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জনে স্বর্গের পথ রুদ্ধ হয়।

লাল্লু। তুহার বড় লম্বা লম্বা বচন আছে! হামার মন টলাতে পার্ব্বি না, হামি তুকে জানে বাঁচাবে না। হাত কাটবে, পা কাটবে, তার পর মাথাটী কাটবে। জুমেলী দেখবে—উহার ভালবাসার রাজার লেড়কা কেমন করে মরে। পিছে জুমেলীকে মারবে। উহার ধরম নষ্ট করবে। হামি ছাড়বে না, হামি ধরম ভয় রাখবে না।

তৃতীয় দৃশ্য স্ফটিক জল

প্রভাত। জুমেলীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? আমায় দেখাও, মরবার সময় তার মুখ দেখ্‌তে বড় সাধ হচ্ছে, আমার শেষ আশা পূর্ণ কর।

লাল্লু। আরে বাপ্‌রে! তুহার মরন দেখে হামার হাসি আস্‌চে, তু মরতে বসছিস্‌, মা বাপের কথা ভাবলি না, বহিনের কথা ভাবলি না। জুমেলীকে নিয়ে তুহার পরাণ ডুকরে উঠ্‌ছে। আচ্ছা তুহার ই বাত হামি শুনবে। জুমেলীকে দেখাবে। জুমেলীর সামনে তুহাকে টুকরা টুকরা করে কাটবে। তু চুপ চাপ এখানে থাক্‌। হামি জুমেলীকে এখানে আন্‌ছে। তুহাকে বাঁধি রাখি যাবে, নেইতো তুই ভাগ্‌বি। জোর জার করিস না, চুপ চাপ বাঁধতি দে।

প্রভাত। তোমার যা ইচ্ছা কর, তুমি জুমেলীকে দেখাবে বলেছ, এই আমার যথেষ্ট!

(বন্ধন অবস্থায় প্রভাতকে রাখিয়া লাল্লুর প্রস্থান)

প্রভাত। পূর্বজন্মের অনেক পাপ ছিল, শৈশব অবস্থা থেকে যৌবনে পদার্পণ পর্য্যন্ত কখন সুখের মুখ দেখি নাই। সুদিন অপেক্ষা কচ্ছিলেম, সে দিন আর এলো না। পরিণাম দস্যুর হস্তে রাজপুত্রের জীবন বিসর্জ্জন। মার মুখ মনে পড়্‌ছে—সন্ধ্যায় বিষাদ

চক্ষু দুটি চোকের উপর ভাসছে। দেবদেব মহাদেব! কে তোমার দয়াময় নাম রেখেছিল, তুমি পাষাণ নির্ম্মিত—কোমলতা তোমাতে বিন্দুমাত্র নাই।

(ঝুমেলীকে লইয়া লাল্লুর পুনঃ প্রবেশ)

ঝুমেলী। লাল্লু! শয়তান! দুষমন! তু ভাবিস না একদিন তু মরবি? মুখে বাত নিকালবে না, আঁখে দেখতে পাবি না। তারপর যেখানে যাবি সেথা কার রাজা তুহার পাপের বিচার করবে, সাজা দিবে, সেখানে ঝুমেলী নাই, রাজার লেড়কা নাই, জবর দস্তি চলবে না। চুলের মুটি ধরবে আগুনের মধ্যে ফেলবে, তু চিল্লাতে থাকবি, তুহার মুয়ে এক ফোঁটা জল কেউ দিবে না।

লাল্লু। আরে ধরম কি রাণী, চুপ রহে যা! হামার বাৎ শোন্! যদি হামায় সাদি করিস্ তুকে জানে মারবে না, নেই তো তুহাকে মারবে, রাজার লেড়-কাকে মারবে।

ঝুমেলী। হামি জান্ দিবে, শয়তানকে সাদি করবে না।

লাল্লু। বটে বটেরে ঝুমেলী! তুহার উ মুখ হামি তু পায়ে দলবে। দেখ লাল্লু কি করে। (ঝুমেলীকে বন্ধন)

প্রভাত। ক্ষত্রিয়-পুত্রের এ দৃশ্য দেখা অপেক্ষা, এই দণ্ডে মৃত্যু শ্রেয়।

লাল্লু। হ্যাঁ হ্যাঁ মরবে, দের হবে না—দের হবে না। বল্ জুমেলী তু আগে মরবি না রাজার লেড়কার জান আগে লিবে!

জুমেলী। লাল্লু! লাল্লু! হামার জান্ তু আগে লে, হামার জান তু আগে লে। রাজার লেড়কাকে হামার সামনে তু মারিস্ না!

প্রভাত। লাল্লু। তোমার মত শত্রু আমার জগতে নাই তবু তোমায় "ভাই" সম্বোধন করে বল্‌ছি, তুমি আমার প্রাণ আগে নাও! আমি মৃত্যুকালে তোমার মঙ্গল কামনা করে মরবো।

লাল্লু! এতো ভালবাসা তুহাদের, এত ভালবাসা হামি সইতে পারবে না। রাজার লেড়কাকে আগে মারবে। জুমেলী! জুমেল! জুমেলী! দেখ্ দেখ তুহার ভালবাসার বুকের রক্ত কত লাল দেখ।

(ছুরিকা আঘাতে উদ্যত)

জুমেলী। সয়তান! সয়তান! জানে মারলে জানে মারলে।

(অনেক ভীলের প্রবেশ)

ভীল। নাম্নুজী নাম্নুজী, বড়া খারাপ খবর, বড়া খারাপ খবর! তু হামার সাথে আয়, হামি ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনছি কোন আসছে, হামাদের ধরতে আসছে।

নাম্নু। তৈয়ারি হো তৈয়ারি হো! যো যো আছে সব কৈকে তৈয়ারি হতে বল। লড়াই দিবে, বাহিরের শয়তান আগে মারবে। জল্দি বাহার আয়, জল্দি বাহার আয়।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান]

প্রভাত! ঝুমেলী! ঝুমেলী! কেন তুমি আমায় ভাল বেসেছিলে? সোনার কমল অকালে শুখায়ে গেল। এই সময়ে যদি একখানা অস্ত্র পেতেম, ভীল দস্যুগণকে দেখাতেম, সিংহ শিশু লক্ষ শৃগালকে নিমেষে নিঃশেষ করতে পারে।

ঝুমেলী। সরদার বাবা! সরদার বাবা! তুহাকে একবার দেখ্‌তে পেলে না।

(দ্রুতপদে ফুলিয়ার প্রবেশ)

ফুলিয়া। ঝুমেলী চুপ! রাজার বেড়কা চুপ! হামি

তৃতীয় দৃশ্য

আস্‌চে এই তলোয়ার আন্‌ছে এ বুকের মধ্যে লুকায়ে আন্‌ছে। এই তলোয়ার নিয়ে আপনার জান্ বাঁচাতে পারবি তো! জুমেলীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবি তো!

প্রভাত। জয় জয় করুণাময়! আর ভয় কি? আমি বীরের পুত্র ক্ষত্রিয় রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত। একাকী সহস্রের সহিত যুদ্ধ কর্‌বো! কার সাধ্য জুমে-লীর কেশ স্পর্শ করে। দাও শীঘ্র তরবারি দাও আমি বন্ধন ছেদন করি।

(তরবারি লইয়া আপনার ও জুমেলীর বন্ধন ছেদন।)

তুমি দেবী আমার প্রাণরক্ষয়িত্রী, যদি আজ এ কৃতা-ন্তের দেশ হতে ফিরতে পারি, সাধ্যমত তোমায় এর প্রতিদান দিতে চেষ্টা কর্ব্বো।

জুমেলী। ফুলিয়া! ফুলিয়া! হামার মাথা তোর বুকের উপর লে, হামার কান্না আস্‌চে, হামি কাঁদবে হামি কাঁদবে।

ফুলিয়া। এববাত শুনার লেড়কা, তুহার হাতে ধোরে বল্‌চি, সাহুর সাথে তু লড়াই করতে চাস্ করিস্, উকে জানে মারিস্ নে। হামি মরে যাবে। সাহু হামার আর কি জান আছে।

প্রভাত। আমি শপথ কচ্ছি আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তাই করবো লাল্লুর জীবনের প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য করবো না।

ফুলিয়া। হামি চলে, হামি চলে, উ লাল্লু আসচে হামাকে দেখলে টুটি টিপে মারবে! রাজার লেড়কা লাল্লুকে প্রাণে মারিস না, প্রাণে মারিস না।

(প্রস্থান)

প্রভাত। বাহুতে লক্ষ হস্তীর বল এসেছে আর ভয় নাই। সহস্র সহস্র ভীল এই তরবারীর আঘাতে পশ্চাত-পদ হবে! ঝুমেলী তুমি আমার পশ্চাতে এসো।

(লাল্লুর প্রবেশ)

লাল্লু। ই কিয়ারে ই কিয়ারে? রাজার বেটা যাত্ জানে, রাজার বেটা যাত্ জানে। হামি ছাড়বে না লাড়া করবে, দাঙ্গা করবে। হামি মরবে নেইতো রাজার লেড়কা মরবে। সমান্ হো যা রাজার লেড়কা লাল্লু লড়াই দিবে।

(উভয়ের যুদ্ধ ও লাল্লুর পতন বক্ষোপরি প্রভাতের আরোহণ।)

প্রভাত। কেমন দস্যুবীর, যুদ্ধ সাধ মিটেছে? আ

এক

প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ – তোমায় প্রাণে মারবো না। প্রতিজ্ঞা কর, দুর্ম্মতি ত্যাগ কর্ব্বে, আর কখনো অধর্ম্ম আচরণ কর্ব্বে না। যদি জীবনের মমতা থাকে, আমার কাছে শপথ কর, স্ত্রীলোকের প্রতি কখনো অত্যাচার করবে না, আমি তোমায় ত্যাগ কচ্ছি।

(চন্দজী ও ভীলগণের প্রবেশ)

চন্দজী। জয় নারায়নজী! জয় নারায়নজী! রাজার বিটা শয়তানের বুকের মধ্যে তলোয়ার চালায়ে দে দেরী করিস্ না। সাপের মাথায় লাঠি মার, দরদ করিস্ না, দরদ করিস্ না।

প্রভাত। সর্দ্দার, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আত্মরক্ষার জন্য যতদূর সম্ভব করবো। মানুষকে প্রাণে মার্ব্বো না। আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ মহাপাপ তা জানি, শত্রুর অস্ত্র পর্য্যন্ত সংগ্রহ করেছি, এখন আমি ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য।

চন্দজী। তু ছাড়লি, হামি ছড়িবেনা। হামার মাথা কাটা গেছে, বুকের ভিতর আগুন চল্ছে। দুষমনের জান হামি লিবে। আরে শয়তান যে কাম করলিস্

তোকে আপন হাতে মারলে, নরকে যাতি হবে, যে হবে সো হবে হামি তোকে মারবো।

(বর্শার আঘাত)

প্রভাত। করলে কি সরদার! করলে কি? ক্রোধে আত্মহারা হোয়ে আমায় মহাপাপে ডোবালে? আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করালে।

জুমেলী। সরদার বাবা! তু করলি কি? একদম জানে মারিলি, হামার কান্না আসছে।

ভজলী। হামি তোর বাপ আছে, যা করচে, তার উপর কথা কহিস না।

লালু। সরদার! হামার সাজা ঠিক হয়েছে। তু হামাকে মাপ্ করিস, হামি তুহার লেড়কা, হামার উপর আর রাগ রাখিস্‌নে। জুমেলী! জুমেলী! তুহার গোড়ে ধরে বলছে—হামি যা করচে সব ভুলে যা। রাজার বিটা! হামি মরতে যাচ্ছে, তুহার উপর রাগ আমার পড়লো না। তু যদি হামাদের মুলুকে না আসতিস্ হামি দেওতা থাকতো। আর পারে না জান গেল—জান গেল।

(মৃত্যু)

প্রভাত। বিধাতার বিচিত্র রাজ্যে বিচিত্র লীলা, ক্ষুদ্র মানব উপলক্ষ্য মাত্র, ঘটনা স্রোত কেউ রোধ করিতে

পার্ব্বে না। সরদার চল আমরা যাই! জানি না স্নেহময়ী জননী আমার অদর্শনে কি কচ্ছেন, সন্ধ্যার মলিন মুখ মনে পড়েছে—আর স্থির হতে পাচ্ছিনে। সরদার তুমি জীবদের বলে দাও লাল্লুর মৃতদেহ লয়ে যথারীতি সংকারের আয়োজন করুক।

জল্লজী। রাজার লেড়কা, তুহার মত মেজাজ হামি কখনো দেখি নাই। তুই দেওতা আছে। (জীবগণের প্রতি) লাল্লুর মুরদা লিয়ে সাথে সাথে আয়।

(সকলের প্রস্থান।)

(বেগে ফুলিয়ার প্রবেশ।)

ফুলিয়া। কি করলে! কি করলে! আপনার জান আপনি দিলে,—লাল্লু মরলো! লাল্লু মরলো! হামি বাঁচবে না—হামি বাঁচবে না, কুথা লিয়ে যাচ্ছে, কুথা লিয়ে যাচ্ছে, হামি দেখবে, একবার দেখবে, তার পর উহার বুকের উপর পড়ে মরবে!!

গীত।

লুকালি জাগি গেলি দিলি তু ফাঁকি।
ঝর ঝর দর দর ঝুরিছে আঁখি ॥

জনম যাবে পাগল পারা,
রোয়ে রোয়ে হব আপন হারা,
জ্বালা না জুড়াবে জীবন ফুরাবে
যাবে যাবে যে মা পরাণ পাখী।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

বন।

(শরৎ সুন্দরী, সন্ধ্যা ও সদানন্দের প্রবেশ।)

সদা। মা স্থির হও, আর উন্মাদিনীর মত ছুটতে হবে না। ঐ দেখ, ঐ দেখ, জীবের দল আনন্দে উন্মত্ত হয়ে এই দিকে ছুটে আসছে। বুঝি নারায়ণ মুখ তুলে চাইবেন। যদি প্রদ্যোতের সন্ধান না পেতো, সংবাদ যদি আশাপ্রদ না হত, তা হলে অত আনন্দ কোলাহল করতে করতে ছুটে আসবে কেন?

শরৎ। সদানন্দ! কুহকিনী আশার মধুর ভাষা আর প্রাণ বিশ্বাস করতে চায় না। নিরাশার মরীচিকা সমস্ত বুকটা ছেয়ে ফেলেছে। আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা

কর্ব্বো, যদি "প্রভাতের" চাঁদমুখ দেখতে না পাই, তা হলে আমি আত্মহত্যা কর্ব্বো। কোন মুখে রাজধানীতে ফিরবো, কোন প্রাণে রাজাকে বলবো তোমার প্রাণের কুমার বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি। সদানন্দ তোমায় আমার এই মিনতি, নারায়ণ না করুন যদি আমায় মরতে হয় আগে সন্ধ্যাকে সঙ্গে করে রাজপুরীতে ফিরে নিয়ে যেও। মহারাজের হাতে সমর্পণ করো। আমার স্মৃতি আর কি দোব! বুকভরা হাহাকার, চোকভরা অশ্রুজল, প্রাণপোরা নিশ্বাস. যা চোখে দেখছো—যদি পার বয়ে নিয়ে গিয়ে আমার প্রাণপতির পায়ে উৎসর্গ করো।

সন্ধ্যা। অমন কথা বলিসনি মা! অমন কথা বলিসনি, তুই মলে আমি আর বাঁচবো? তোর পাশে শুয়ে মরবো।

সদা। ছিঃ মা ছিঃ! মেয়েটাকে অমন করে কাঁদিও না। নিরাশ হচ্ছ কেন? কখনো কারো মন্দ করোনি, কারো প্রাণে ব্যথা দাওনি, পরের চখে জল দেখলে জগদ্ধাত্রীর মত তার হাত বাড়িয়ে মুছিয়েছ। তোমার সর্ব্বনাশ কি হতে পারে মা। তা যদি হয় নিশ্চিত যেন কলির শেষ হয়েছে। নূতন যুগের সৃষ্টি কর্ব্বার জন্য ভগবান এইরূপ বিড়ম্বনা কচ্চেন। ঐ দেখ, ঐ দেখ

ভীলের দল নিকটবর্ত্তী হচ্ছে, ঐ দেখ ভীল সরদার অগ্রগামী হয়ে আসছেন। ঐ যে তোমার—প্রভাত, জয় নারায়ণ, জয় নারায়ণ। অজ্ঞ নর তোমার মহিমা কি বুঝবে।

শরৎ। সদানন্দ! সদানন্দ! আমার প্রাণ কেটে বেরুতে চাচ্ছে, সব যেন স্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে। সত্যই কি ঐ আমার প্রভাত? পোড়া মন বিশ্বাস করতে চায় না।

সন্ধ্যা। ঐ যে দাদা! ঐ যে দাদা! মা দাদা আসছে, সরদার বাবা আসছে, জুমেলী আসছে, সঙ্গে সঙ্গে ভীলের দল আসছে।

সদা। জয় নারায়ণ! জয় নারায়ণ। জয় বিপদ ভঞ্জন! ধন্য তোমার মহিমা।

(ভরজী, প্রভাত, জুমেলী ও ভীলগণের প্রবেশ।)

ভরজী। লে মায়ি তুহার লেড়কা লে। একটী আঁচড় কেউ গায়ে দিতে পারেনি, মাথার একটী চুল কেউ উখাড়িতে পারেনি।

শরৎ। প্রভাত! প্রভাত! তোর চাঁদমুখ আবার দেখতে পাব, সে আশা ছিল না।

সন্ধ্যা। দাদা, দাদা আর আমরা এখানে থাকব

না। বাবা আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে লোকজন পাঠিয়েছেন, কত হাতী, কত ঘোড়া পাঠিয়েছেন। চল দাদা, আমরা এদেশে আর থাকবো না। এমন সর্বনেশে দেশে মানুষ থাকে ?

ঝুমেলী। দিদি! তু হামাদের ছেড়ে যাবি! প্রাণে দরদ লাগবে না। তুহার লোক আজ চলি যাবে, কাল হামি মরি যাবে; সরদার বাবা তু এদের যেতে দিস না। তাহলে হামি বাঁচবে না।

ভরজী। (শরৎ স্বর্ণময়ীর প্রতি) মাঈ! হামার এক বাত তুকে রাখতিই হবে। রাজা আদমি ভেজিয়েছে তু আপন ঘরে চলছিস, তুহার সুখের দিনে হামি তুকে একটী চিজ দিবে তু লিবে ?

শরৎ। সরদার বাবা! তোমার ঋণ আমি এ জন্মে পরিশোধ করতে পারবো না। তুমি কৃপা না করলে অভাগিনী পুত্রহারা হতো। শুধু তুমি নয়, তোমার কন্যা ঝুমেলী আমার সন্তানের প্রাণদাত্রি। রাক্ষসের কবল হতে রক্ষা করেছে। তুমি আমায় যা দেবে আমি মাথা পেতে নোব।

ভরজী।—তু হামার লেড়কিটাকে লে। হামার জানের জান, পরাণের পরান তুহার হাতে হামি সঁপে

দিচ্ছে। তুহার লেড়কার সাথে সাদি দিস্ চুপ্, চাপ্, রইছিস কেন মায়ী? ভীলের লেড়কী ঘরে নিয়ে যেতে সরম পাচ্ছিস্। শুন মায়ি! জুমেলী হামার আপনার কেড়কী না আছে। কোই এ বাত জানে না। হামি নদীর ধারে পাখী শীকার করতে গিয়ে, বালির উপর কুড়ায়ে পাই। সিখানে একটী ছোটি বাক্সের ভিতর এক টুকরা কাগজ ছিল, হামি সাথে করি সি কাগজ আনছি, এই লে তু পড়। জুমেলী তীসনী ওমর্সে হামার কাছে আছে ভীলের ভাষা শিখছে। তু লিয়ে যা লিখা পড়া শিখাস। সিংহিনী বাচ্চা সিংহিনী হবে, শিয়াল হবে না।

শরৎ। এ কি! এ যে উদয়পুরের রাজার নামাঙ্কিত মোহর দেখছি। কি জটিল রহস্য! এই খেলারও সেই সতিনী, সেইরূপ মোহ, সেই ষড়যন্ত্র সেই নির্বাসন। সদানন্দ তোমার মনে আছে বোধ হয়। উদয়পুরের রাজার দুই রাণী ছিল, সতিনীর কৌশলে গর্ভবতী বড় রাণী নির্ব্বাসিতা হন। নদীর ধারে তিনি কন্যা প্রসব করে প্রাণত্যাগ করেন। সে কন্যাকে কেউ খুঁজে পায় নাই, সকলেই মনে করেছিল সদ্য প্রসূত কন্যা বন্য পশুর উদরস্থ হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য এই সেই কন্যা (জুমেলীর

প্রতি) এস মা পর্ব্বতবাসিনী রাজার নন্দিনী ! আমার স্নেহের ধন, আমার নয়নের আনন্দ, সম্বরপুর রাজার বংশধর প্রভাতকুমারের হাতে হাতে তোমায় মিলিয়ে দিই। এমন সুখের দিন আর আমার হবে না। রাজকুমার, রাজকন্যা, রাজপুত্রবধূ লয়ে আমার পরমারাধ্য দেবতার পদবন্দনা কর্ব্বো। সর্দ্দার বাবা ! তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, ভীলদের সঙ্গে নিতে হবে। বিবাহ উৎসবে তোমরা না যোগদান করলে আনন্দ উৎসব অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

ভয়ঙ্গী। হামী হামি যাবে, সব ভীললোককে সঙ্গে লিবে। সাদি দিয়ে আবার আপনার মুলুকে ফিরে আসবে।

সন্ধ্যা। কি লো ঝুমেলী কথা কচ্ছিস না কেন ? কেমন লো বর মনের মতন হয়েছে তো।

ঝুমেলী। তু চুপ র দিদি চুপ র ? ভাবছিস্ কেন সিখানে গিয়ে হামি ভাল বর দেখে তুহার সাদি দিবে। তু প্রাণ ভরে মজা করিস।

(ঝুমেলী ও সন্ধ্যার গীত)

ঝুমেলী। মিলবে দিদি তুহার ভালবাসা,
হেসে হেসে আসবে নাগর বাসা,

সন্ধ্যা। পাহাড়ী ছুঁড়ী তোর পাহাড়ে ঢং
নেইক মুরদ খালি করবি রঙ,
কত দিস্ তোরে আশাপুরে তুই যেতো পিয়াসা।
ঝুমেলী। ফুলটী ফোটা যেন ঠোঁটি গোটা।
ধরলি যেয়ে ফোটে হাতে কাটা,
সন্ধ্যা। তুই তো ভাল ফুরিয়ে গেলো,
চোখ দুটী বটে তোর ভাসা ভাসা
যে দেখতে পারে বুকে নেবে সে যে বিষে যেশা
ঝুমেলী। হাতটী জোড়ে পোড়ে ধরে,
একটী কথা দিদি বলবে তোরে
সন্ধ্যা। তুই বলবি যা বুঝেছি তা প্রেমের আশা
বলবে প্রাণে জেবে পুড়িয়ে বাসা।

সন্ধ্যা। বাবা! ঝড় ঝাপ্টাগুলো কেটে ফিন্কি দিয়ে রোদ বেরুলো দেখে প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো। আর কেন দেব দেব মহাদেবের নাম স্মরণ করে, সকলকে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করা যাক।

ঝুমেলী। দিদি তুহার দাদা আমার কে বলেছে জানিস্।

সন্ধ্যা। তা আর জানি না, তোর বর তোর বর।

ঝুমেলী। না-না তু জানিস না, তুহার দাদা হামার "ফটিক জল" আছে।

শরৎ। কি রে প্রভাত "ফটিক জল" কি রে!

প্রভাত। ঝুমেলীর সঙ্গে আমি "ফটিক জল" পাতিয়েছিলেম।

কমলী। "ফটিক জল" "ফটিক জল" কি আছেরে ঝুমেলী?

প্রভাত। তার উত্তর ঝুমেলী দিতে পারবে না। "ফটিক জল" কি তা কেউ কারো "ফটিক জল" না হ'লে বুঝতে পারবে না। এই টুকু জেনে রেখো "ফটিক জলের" অর্থ "ফটিক জল"!!!

সদা। ঠিক বলেছ রাজকুমার "ফটিক জলের" অর্থ ফটিক জল!!!

(সমবেত গীত।)

মেতেছে মন সুখের মিলনে
আজ আমোদ অবসর।
যে যারে চায় সে তারে পায়, টানে মনের বাঁধনে॥
খেলে আজ খেলছে লহর।

প্রাণে প্রাণে মেলে কেমনে
কে জানে কে টেনে আনে,
অজানা কি জানাজানি হয় মনে মনে
রঙিন মনে মেতে অনঙ্গ
পীরিতের নেশার রঙ্গ
লুকান কত কথা নয়ন বলে নয়নে
মাতোয়ারা মন বিভোর।

যবনিকা।